ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 June, 2024 ■ আগরতলা ১৯ জুন ২০২৪ ইং ■ ৪ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পিএম কিষান সম্মান নিধির সুবিধা পেলেন ৯.২৬ কোটি কৃষক

মা গঙ্গাও আমাকে দত্তক নিয়েছেন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে দেশের প্রায় ৯.২৬ কোটি সুবিধাপ্রাপক কৃষককে পিএম কিষান সম্মান নিধি যোজনার ১৭তম কিস্তি হিসেবে ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সহায়তা প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রদান করলেনঊ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্বসহায়ক দলের ৩০ হাজারেরও বেশি মহিলাকে 'কৃষি সখি' হিসেবে শংসাপত্র প্রদান করেনঊ সারা দেশের কৃষকদেরকে এই অনুষ্ঠানে প্রযুক্তির মাধ্যমে সারসরি যুক্ত করা হয়েছেঊ

কিষান সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদীয় নির্বাচনে জয়লাভের পর প্রথম সফরে কাশীর জনগণকে শুভেচ্ছা জানান। টানা তৃতীয়বারের মেয়াদের জন্য তাঁকে বেছে নেওয়ার জন্য তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান। কৃতজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'এখন মনে হচ্ছে মা গঙ্গাও আমাকে দত্তক নিয়েছেন এবং আমি কাশীর জন্য স্থানীয় মানুষ হয়ে উঠেছিঊ"

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভার সাধারণ নির্বাচন বিশালতা, সক্ষমতা, ব্যাপকতা এবং বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ভারতের গণতন্ত্রের শিকড়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই নির্বাচনে ৬৪ কোটিরও বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের নির্বাচন অন্য কোথাও হয় না, যেখানে নাগরিকদের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ দেখা যায়। সম্প্রতি ইতালিতে জি-৭ সম্মেলনে তাঁর সফরের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে ভোটারদের সংখ্যা সমস্ত জি-৭ দেশের ভোটারদের তুলনায় দেড় গুণ বেশি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমস্ত সদস্য দেশের ভোটারদের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি। প্রধানমন্ত্রী মোদী নির্বাচনে ৩১ কোটিরও বেশি মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলেন, এটি কোনো একটি দেশের হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ মহিলা ভোটারের সংখ্যা। তিনি আরও বলেন যে, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার কাছাকাছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের গণতন্ত্রের শক্তি ও সৌন্দর্য সমগ্র বিশ্বকে শুধু আকর্ষণই করে না, বিশ্বের উপর প্রভাবও ফেলে।" গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য এবং একে ব্যাপকভাবে সফল করার জন্য বারাণসীর জনগণকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বারাণসীর জনগণ শুধুমাত্র একজন সাংসদকেই নয়, একজন প্রধানমন্ত্রীকেও নির্বাচিত করেছেন।"

এক নাগাড়ে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত সরকারকে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্বাচনী ফলাফলকে "অভূতপূর্ব" বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের গণতন্ত্রের মধ্যে এটি একটি বিরল কীর্তি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই ধরনের হ্যাটট্রিক ভারতে ৬০ বছরেরও বেশি আগে ঘটেছিল'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের মতো দেশে যেখানে যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষা বেশি, সেখানে যদি ১০ বছরের শাসনের পর কোনও সরকার ক্ষমতায় পুনরায় ফিরে আসে, তাহলে তা বিশাল বিজয় এবং তা হয়েছে বিপুল আস্থাভোটের জন্য। আর আপনাদের এই আস্থা জ্ঞাপন আমার কাছে সবচেয়ে বড় মূলধন এবং দেশকে নতুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে ফের ধস, বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরা

শিলচর (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) ।। লাগাতার ভারী বর্ষণের ফলে মেঘালয়ে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে একাধিক স্থানে ফের ভূমিস্খলন ঘটেছে। যার ফলে বহিঃরাজ্যের সঙ্গে সড়কপথে পুনরায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বরাক উপত্যকার তিন জেলা সহ পার্শবর্তী ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরাম।

টানা বৃষ্টিপাতের ফলে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের মেঘালয়ের পাহাড়ি রাস্তার নানা স্থানে ধস পড়ে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শিলচর-গুয়াহাটি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি বরাক উপত্যকা সহ ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুরের জনগণ নাগাড়ে এক সপ্তাহব্যাপী সড়কপথে সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কবলে পড়ে দুর্ভোগ মোকাবিলা করেছেন।

গতকাল সোমবার কোনওভাবে ধস সারাই করে যোগাযোগ স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু সারারাতের অবিরাম বর্ষণে গুয়াহাটি-শিলচর সংযোগী ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের মেঘালয়ের ধসপ্রবণ অঞ্চল লুমসুলুম, কুলিয়ান বস্তি, থানসেন এবং রাতাছড়া এলাকায় ফের ভয়ংকর ধস নেমেছে। ফলে পুনরায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েথে। ফের সড়কের উভয়দিকে দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার ব্যাপী আটকে পড়েছে শতাধিক যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ি। কখন যে রাস্তা খুলবে হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কেননা, ধসপ্রবণ পাহাড়ি রাস্তার এক স্থানে সারাই করতে না-করতে অপর স্থানে ফের ধস পরে ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস জেলার রাতাছড়া থেকে সোনাপুর পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকশো গাড়ি। গত ছয়দিন ধরে একই অবস্থা। উচু পাহাড় থেকে আচমকা রাস্তার ওপর বিশাল বিশাল পাথর-মাটি ধসে পড়ছে। গতকাল রাতেও পুনরায় লুমসুলুম অঞ্চলে উঁচু পাহাড় থেকে প্রবল গতিতে জল ও পাথর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারী বর্ষন, রাজ্যে ৩ জেলায় লাল সতর্কতা

জলমগ্ন আগরতলার বিভিন্ন এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। আজ দুপুর থেকে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহর আগরতলা। ফলে, অবিরাম বর্ষণে কুমারঘাট — কমলপুর সড়কে সাইকা বাড়ির কাছে ধ্বস নেমে সড়ক বন্ধ হয়ে পড়ে। ওই সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিকেল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত নতুনবাজারে ১৬৩.৬ এমএম এবং সর্বনিম্ন অমরপুর ৩.০ এমএম রেকর্ড করা হয়েছে।

এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টায় ধলাই জেলায়, উত্তর ত্রিপুরা জেলায়, ঊনকোটি জেলায় লাল সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি আগামী ২৪ ঘন্টায় খোয়াই জেলায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হলুদ সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ম তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ বিকেল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত আগরতলায় ৫৮.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বোধজংনগরে ৮৮.৫ এমএম, ডিএম অফিসে ১০৬.৫ এমএম, নাগিছড়ায় ৬৩.৫ এমএম, সচিবালয়ে ৮৩.৫ এমএম, হাওরায় ৭৭.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জে ২৪.০ এমএম, খোয়াই জেলায় ১২৭.৬ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৯৪ এমএম, গোমতী জেলায় অমরপুরে ৩ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, উত্তর ত্রিপুরা জেলার আশাপাড়ায় ৯০.৫ এমএম, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন

রণকৌশল নিয়ে প্রদেশ বিজেপির বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের প্রত্যেকটি বুথে যেন বিজেপির জয় নিশ্চিত হয় সেই রণকৌশল তৈরি করা হয়েছে দুদিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। উল্লেখ্য গত সোমবার এবং আজ মঙ্গলবার দুদিন ব্যাপী বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের কৌশল এবং লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়েই চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র।

তিনি বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ১৬৯৫ টি বুথের মধ্যে বিজেপি ১৬৭১ টি বুথে জয়লাভ করেছে। পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনে ১৬৬৩ টি বুথের মধ্যে ১৫৯৯ টি বুথে জয়লাভ করেছে বিজেপি। বিধানসভার হিসেবে দেখলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে মমতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়ে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। কোনভাবেই মমতা ব্যানার্জিকে ছাড় দেওয়া হবে না। উনি যথেষ্ট করে নিয়েছেন এবারে ওনার অন্ত হবে। এমনভাবেই মমতা ব্যানার্জিকে আক্রমণ করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

উল্লেখ্য ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়িঘর ছাড়া অবস্থায় রয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বহু জায়গায় সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের তরফ থেকে চারজনের এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরিস্থিতির খোঁজ খবর নিয়ে জেপি নাড্ডার নিকট এই প্রতিনিধি দল সে রিপোর্টগুলি জমা দেবেন।

মঙ্গলবার সন্দেশখালিতে গিয়ে সেখানে সাধারণ জনগণের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লব কুমার দেব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। তিনি জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো পরিবেশ নেই

আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত পরিবেশ নেই। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৯০ শতাংশ আসনে বিজেপি প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জয়ী হয়েছিলেন। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের বৈঠকে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ সহ জেলা সভাপতি ও বিভিন্ন সংগঠনের পদাধিকারীদের নিয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় কৌশল নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রী সাহা বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভয় ভীতি সন্ত্রাসে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা করতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টিতে নবনির্মিত জাতীয় সড়কের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জুন।। ধর্মনগর কৈলাসহর এবং কৈলাসহর কুমারঘাট জাতীয় সড়ক সামান্য বৃষ্টিতেই বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। যে কোন সময় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারাও সবকিছু দেখে শুনে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

উনকোটি জেলাবাসীর স্বপ্নের জাতীয় সড়ক বছরের শুরুতেই বৃষ্টিপাতে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছে। ধর্মনগর থেকে কৈলাসহরগামী ও কুমারঘাট থেকে কৈলাসহরগামী দুটি জাতীয় সড়কই বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। সড়কের পাশে যে মাটি আটকানোর জন্য সাইড ওয়াল দেওয়া হয়েছিল। সড়কের কোথাও কোথাও তা ভেংগে পড়েছে। যেকোনো সময় জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।সড়কের পাশে জল নিস্কাশনী ডেইন নেই। এপাশ থেকে ওপাশে সড়কের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে আরেক পাশে এসে জল পড়ছে।

কুমারঘাটগামী জাতীয় সড়কের কোথাও কোথাও সড়কের মাঝ বরাবর ফেটে গেছে। নির্মান কারী সংস্থা এতই নিম্ন মানের নির্মান কাজ করেছে সে সম্পর্কে কেউ খবর রাখেনি। এখনো বছর পুর্ণ হয়নি দুটি সড়ক যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রীসভার বৈঠকে

৪৬৯টি পদে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে ৪৬৯টি পদে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১৩ ও ১৫ জন রাজ্য মসিভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমী সুশান্ত চৌধুরী মসিভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কথা জানান। তিনি জানান, ৪৬৯টি পদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরে ২২৬ জন, জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (গ্রেড-৪), ১৬টি সুপার স্পেশালিটি মেডিক্যাল অফিসার (গ্রেড-৩), ১৭২ জন স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার (গ্রেড-৪) এবং অগিনির্বাপক ও জরংরি পরিষেবা দপ্তরের অধীনে ৪৯ জন সাব-অফিসার (গ্রপ-সি) পদে লোক নিয়োগ করা হবে। এই সবগুলি পদে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া টিপিএসসি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের অধীনে ৬ জন ফুড সাব-ইন্সপেক্টর (গ্রপ-সি) পদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই ৬টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া জেআরবিটি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমী আরও জানান, মসিভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুম থেকে ১৪০ যাত্রী নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস রওনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৮ জুন।। আজ খুশির হাওয়া বইছে সাব্রুমে। বহু প্রতীক্ষিত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। আজ সাব্রুম থেকে প্রায় ১৪০ জন যাত্রী নিয়ে শিয়ালদহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। আজ সকাল ৬ টা ২০ মিনিটে সাব্রুম থেকে শিয়ালদহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। সাব্রুমের স্টেশন মাস্টার সবুজ পতাকা নেড়ে যাত্রার সূচনা করেন। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে শয়ে শয়ে মানুষ সাত সকালে সাব্রুম রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনায় স্নেহার মৃত্যু নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন (হি.স.)।। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার ছোট্ট স্নেহার। মঙ্গলবার স্নেহার মৃত্যুর পর এই ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। মঙ্গলবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মারা গেল ছ'বছরের শিশু। তার বাবা-মাও হাসপাতালে ভর্তি।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির নাম স্নেহা মণ্ডল। মালদার বাসিন্দা। সোমবার সে বাবা-মায়ের সঙ্গে সওয়ার ছিল আগরতলা থেকে কলকাতাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে। সেই ট্রেনটিকেই সোমবার সকালে ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি স্টেশনের কাছে পিছন থেকে ধাক্কা দেয় মালগাড়ি। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের চারটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত দু'টি কামরা মালবাহী। আহত হয়েছেন ৪০ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন রেলের দুই কর্মী।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা২৪৬ ◻ ১৯ জুন ২০২৪ ইং◻ ৪ আষাঢ় ◻ বুধবার ◻১৪৩১ বঙ্গাব্দ

হোঁচট খাইয়া শিক্ষা !

হোঁচট খাইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিলেন মোদী। বিগত লোকসভা নির্বাচনে দেশের কৃষক সম্প্রদায় বিজেপির প্রতি বিরাগভাজন হইয়াছেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া কৃষি প্রধান চারটি রাজ্যে বিজেপির ভোট মারাত্মকভাবে কমিয়াছে। নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক বিশ্লেষণে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই ব্যর্থতা কিংবা দুর্বলতা কাটাইয়া ওঠার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। শপথ গ্রহণ করিবার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই কৃষক কল্যাণে অর্থ মঞ্জুরী দিয়াছেন। সেই মঞ্জুরীকৃত ২০ কোটি টাকা ব্যয় করিবার যাবতীয় পদ্ধতি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হইয়াছে। বলিতে গেলে এটি মোদি সরকারের শুদ্ধিকরণ অভিযান। এই ধরনের অভিযান গ্রহণ না করিলে দেশের কৃষক সম্প্রদায় বিজেপির প্রতি আরো বিরাগভাজন হইবে বলিয়াই তাহারা মনে করিতেছেন। সেই কারণেই উত্তরণের পথ খুঁজিতে নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করিয়াছে মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় চারটি রাজ্যে ২০২৪ লোকসভা ভোটে গেরুয়া শিবিরকে হতাশ করিয়াছে। শিরে সংক্রান্তি একাধিক রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোট। এই অবস্থায় তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিবার পর প্রথম বারাণসী সফরে অন্নদাতাদের মন পাইতে পিএম কিষাননিধি প্রকল্পের ১৭তম কিস্তি বরাদ্দ করিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিকে নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর আগামী ৩০ জুন প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান করিবেন মোদি।বারাণসীর সভা থেকে পিএম কিষাননিধি প্রকল্পের ১৭তম কিস্তি বাবদ ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানান মোদি। যাহাতে উপকৃত হইবেন ৯.২৬ কোটি কৃষক। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলিতেছে, পিএম কিষাননিধি প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত দেশের ১১ কোটি কৃষক পরিবার মোট ৩.০৪ লক্ষ কোটি টাকা পাইয়াছে। মঙ্গলবার বিশ্বনাথধামের অনুষ্ঠানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩০ হাজার মহিলার জন্য 'কৃষি সখী' প্রকল্পের আওতায় শংসাপত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। কে এস সি পি প্রকল্প গ্রামীণ অঞ্চলের মহিলাদের স্বনির্ভর করিয়া তুলিতে প্রশিক্ষণ দিয়া থাকে। এই প্রকল্পের একটি শাখা পদ্ধতি হইল 'লাখপতি দিদি'।নির্বাচনী ধাক্কা কাটাইয়া দ্রুত পুরনো জমি পুনরুদ্ধারে একগুচ্ছ সাংগঠনিক কর্মসূচি ঘোষণা করিয়াছে বিজেপি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা স্মরণ করিতে ২৩ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করিবে বিজেপি। ২১ জুন সরকারি উদ্যোগে পালিত হইবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সারাদেশে বিজেপি নেতাকর্মীদের এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে হইবে। ২৫ জুন পালিত হইবে 'আপৎকাল কা কালা দিবস'। এমার্জেন্সির সময় যাঁহারা জেলবন্দি ছিলেন, এমন জীবিত ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবেন বিজেপি নেতারা। তৃতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর ৩০ জুন প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান করিবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বক্তৃতার বিষয়বস্তু কী হইবে তাহা নিয়া সাধারণ মানুষের মতামত চাওয়া হইয়াছে।

বিভীষিকাময় যাত্রার সমাপ্তি, ভোররাতে শিয়ালদহে এসে পৌঁছল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স.): বিভীষিকাময় এক যাত্রার সমাপ্তি হল মঙ্গলবার ভোররাতে। শিয়ালদহ স্টেশনের ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির কাঁটায় তখন ভোররাত ৩.১৬ মিনিট, শিয়ালদহে এসে পৌঁছল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের অক্ষত অংশ। ওই ট্রেনেই ফিরলেন আতঙ্কিত যাত্রীরা। স্টেশন যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন শিয়ালদহের ডিআরএম (ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার) দীপক নিগম এবং রেলের অন্যান্য আধিকারিকও। যাত্রীরা ট্রেন থেকে নামার পর তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন ফিরহাদ হাকিম। যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন রেল আধিকারিকেরাও। কোনও যাত্রীর শারীরিক কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না সে বিষয়েও খোঁজ নেন তারা। শিয়ালদহে পৌঁছনোর পর যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবার এবং জলের বোতল। ফিরহাদ বলেছেন, 'হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত কর্মী, মন্ত্রী এবং পরিবহণ দফতরের সচিব এখানে আছেন। আহতরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন... এটা খারাপ যে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু করছে না। তাঁরা জনগণের জীবন নিয়ে খেলা করছে।' শিয়ালদহের ডিআরএম দীপক নিগম বলেছেন, 'আমরা যাত্রীদের কাছ থেকে তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি, চিকিৎসক দল এবং আরপিএফ দলও ঘটনাস্থলে রয়েছে। আমাদের অ্যাম্বুলেন্সগুলিও স্ট্যান্ডবাই রয়েছে, প্রয়োজনে আমরা সেগুলি ব্যবহার করব... যাত্রীদের গাইড করার জন্য মেডিকেল বুথও রয়েছে।'
সোমবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে শিয়ালদহের দিকে রওনা দিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি স্টেশনের কাছে সকালে আচমকা ওই ট্রেনে পিছন দিক থেকে একটি মালগাড়ি এসে ধাক্কা মারে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের চারটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত দু'টি কামরা মালবাহী। এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত ২৫। দুর্ঘটনার পর দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের অক্ষত অংশ যাত্রীদের নিয়ে মালদার দিকে রওনা দেয়। মালদায় যাত্রীদের হাতে খাবার এবং জলের বোতল তুলে দেয় রেল। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর শিয়ালদহের দিকে রওনা দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। বিভীষিকাময় যাত্রার সমাপ্তি হয় মঙ্গলবার ভোররাত ৩.১৬ মিনিটে। রেলের দেওয়া সময়ের ২০ মিনিট আগেই শিয়ালদহে ঢুকে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি, ফাঁসিদেওয়া থেকে ট্রেন পরিষেবা শুরু

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন (হি.স.): আতঙ্ক এখনও পুরোপুরি কাটেনি, সেই আতঙ্কের আবহেই ধীরে ধীরে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে ফাঁসিদেওয়া এলাকা থেকে ট্রেন পরিষেবা আবারও চালু হয়েছে। তবে, সোমবারের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কারণে এদিন বেশ কিছু ট্রেন বাতিল ও কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ডিআরএম কাটিহার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরেন্দ্র কুমার বলেছেন, 'রাত থেকে পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। গতকাল এনজেপি (নিউ জলপাইগুড়ি জংশন)-র দিকে আপলাইনে একটি ইঞ্জিনের ট্রায়াল করা হয়েছিল।' ডিআরএম-এর বক্তব্যের কিছু পরই মঙ্গলবার সকালেই ফাঁসিদেওয়া এলাকা থেকে ট্রেন পরিষেবা আবারও চালু হয়েছে।

উস্ট্রাসন-এর সুফল তুলে ধরলেন মোদী, জানালেন এই আসনের উপকারিতা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): আর মাত্র দু''দিন পরই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রাক্কালে প্রতিদিনই সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যোগাসনের সুফল তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর মঙ্গলবার সকালে উস্ট্রাসন-এর সুফল তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।
মঙ্গলবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও আপলোড করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ভিডিও-তে উস্ট্রাসন আসনের সুফল তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি জানান, 'উস্ট্রাসন পিঠ ও ঘাড়ের পেশী শক্তিশালী করে। এই আসন রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে।'

ক্রীতদাস থেকে যেভাবে বাংলার স্বাধীন ভূঁইয়া হয়েছিলেন ঈশা খাঁ

সায়েদুল ইসলাম

মুঘলদের বিরুদ্ধে বাংলার যুদ্ধে যে বারভূঁইয়া বা বারো ভূঁইয়াদের নাম শোনা যায়, তাদের তালিকায় সবার আগে আসে ঈশা খাঁর নাম।
তার বীরত্ব আর কৌশলের নানা গল্প ইতিহাস আর লোকগাঁথায় বর্ণিত আছে। ঢাকার অদূরে সোনারগাঁয়ে ছিল তার রাজধানী। পরাক্রমশালী এই ভূঁইয়া বা ভূস্বামী বা জমিদারের জীবন ছিল বৈচিত্রে ভরা। জমিদার পুত্র হিসেবে যার জন্ম, কিন্তু তার শৈশব কেটেছে সুদূর তুরান বা তুর্কমেনিস্তানে একজন ক্রীতদাস হিসাবে। এক সময় তিনি ফিরে এসেছেন বাংলায়। চাতুর্য, বীরত্ব আর কৌশলে উদ্ধার করেছেন পিতার জমিদারি।
কেবল তাই নয়। এক সময় প্রবল প্রতাপশালী মুঘলদের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীন স্বরের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন ঈশা খাঁ।

ঈশা খাঁর পূর্বপুরুষেরা

ঈশা খাঁর পূর্বপুরুষেরা ভারতের রাজস্থান থেকে ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় এসে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দরবারে কাজ শুরু করেন। ঈশা খাঁর দাদা ভগীরথকে দেওয়ানি দিয়েছেন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।
সে সময় আমলা বা সৈনিকদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেলে আর তারা ধর্মান্তরিত হলে নিজেদের কন্যা বা বোনের সাথে বিয়ে দিয়ে রাজকার্যে নানা দায়িত্ব দিতেন মুসলমান শাসকরা। এভাবে ভিনদেশ থেকে আসা এই শাসকদের ক্ষমতার ভিত মজবুত করা হতো। ভগীরথের মৃত্যুর পরে তার ছেলে কালিদাস দেওয়ানির দায়িত্ব পান। তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের এক কন্যাকে বিয়ে করেন। তার নতুন নাম হয় সোলাইমান খান। তখন দিল্লির রাজনীতিতে নানা ঘটনা ঘটছিল। শের শাহ ক্ষমতায় আসার পর তিনি বাংলা থেকে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের বংশ উৎখাত করেন। সে সময় আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন জমিদার সোলাইমান খান। একপর্যায়ে আফগান বাহিনী তাকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে। এরপর তার দুই নাবালক পুত্রকে ক্রীতদাস হিসাবে তুরান বা তুর্কমেনিস্তানের একজন ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস থেকে পিতার জমিদারি উদ্ধার তুরান বা তুর্কমেনিস্তানের একজন ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়ার পর ঈশা খাঁ এবং তার ভাই ইসমাইল খাঁ সেখানেই বড় হতে থাকেন।
এর মধ্যে শের শাহের একজন অন্যতম সেনাপতি তাজ খান কররানি বাংলার সিংহাসন দখল করে নেন। তার অধীনে কাজ করতেন ঈশা খাঁর চাচা কুতুবউদ্দিন। তিনি তুরান থেকে দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্ধার করে আনেন। ঈশা খাঁ ততদিনে যুবক হয়ে উঠেছেন। সাহসী এবং কৌশলী হওয়ায় কুতুবউদ্দিনের সহায়তায় এক সময়ে তিনি পৈতৃক জমিদারির দখল ফিরে পান।
প্রথমে তিনি সরাইলের জমিদারি পান। পরবর্তীতে কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, শেরপুর, ভাওয়াল, ময়মনসিংহের কিছু এলাকা জুড়ে তার জমিদারি ছড়িয়ে পড়ে। সেসময়কার ঘটনাবলী নিয়ে লেখা ঐতিহাসিকদের লেখা এবং লোকগাথায় ঈশা খাঁর কৌশল ও বীরত্বের নানা বিবরণ পাওয়া যায়।

মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই

ইতিহাসে ঈশা খাঁ পরিচিতি এবং খ্যাতি পেয়েছেন মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কারণে। আফগান শাসকদের পতনের পর যখন বাংলা অঞ্চলে মুঘলরা শাসন বিস্তারের চেষ্টা করছিল, তাদের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঈশা খাঁসহ বাংলার বারো ভূঁইয়ারা।
যদিও বারো ভূঁইয়া মানে ১২ জন নন, বরং "বড় ভূঁইয়া" বা একাধিক ভূঁইয়া বোঝানো হয় বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন।
কিন্তু মুঘলদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধে যারা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম ঈশা খাঁ। তার নেতৃত্বেই বাংলার ভূঁইয়ারা মুঘল নৌবাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসবিদরা ঈশা খাঁ সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি ছিলেন একাধারে সাহসী, বীরত্বপূর্ণ চরিত্রের পাশাপাশি কপটতা, কৌশলী একজন ব্যক্তি। মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি একাধিকবার সন্ধি করেছেন, আবার সেই সন্ধি ভেঙ্গে লড়াই করেছেন।
"বারভূঁইয়া বা যোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস" বইতে আনন্দনাথ রায় ঈশা খাঁ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তাহার কমনীয় দেহ যেরূপ একদিকে বীরত্বব্যঞ্জক ও স্বাধীনতা প্রয়াসী ছিল, অপরদিকে সেইরূপ কপটতা, মিত্রদ্রোহিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি তার অস্থিমজ্জার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল....ঈশা খাঁ যে একজন প্রকৃত যোদ্ধা ও স্বদেশ প্রাণ ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।'
ইতিহাসবিদদের মতে, সোনারগাঁ ঘাটিতে থাকা মুঘল নৌ সেনাপতি শাহ বরদীর ওপর আক্রমণ করে সৈন্যসামন্তকে বিতাড়িত করেছিলেন। এই কারণে তখনকার বাংলার আফগান শাসক দাউদ খান কররানি ঈশা খাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন।
যদিও ইতিহাসবিদ মাহবুব সিদ্দিকীর লেখা "মসনদ-ই-আলা ঈশা খান" বইয়ে লিখেছেন, এ উপাধি ঈশা খাঁ নিজেই নিয়ে থাকতে পারেন।
সে সময় অনেকের নিজে থেকে এরকম উপাধি নেয়ার রীতি ছিল। যদিও তার উত্তরসূরিরা শুধুমাত্র দেওয়ান উপাধি ব্যবহার করেছেন।
এর দুই বছর পরের বর্ষাকালে সুবাদার খান জাহানের নেতৃত্বে বিশাল মুঘল বাহিনী এসে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে।
বর্তমান কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের কাছাকাছি কাইথান নামের স্থানে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে ঈশা খাঁর বড় ধরনের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আশেপাশের এলাকার অন্য জমিদাররাও। এই সম্মিলিত বাহিনীর কাছে মুঘল নৌবাহিনী পরাজিত হয়।
কিন্তু ঈশা খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন, এরপর আরও বড় শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে আসবে মুঘল বাহিনী। ফলে তিনি ওই এলাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে এক বছরের বেশি সময় অবস্থান করেন। সেই সময় ত্রিপুরার রাজার সাথে তার যোগাযোগ হয়। ত্রিপুরার রাজমালা দিঘি খনন করার সময় আরও কয়েকজন জমিদারের মতো শ্রমিক পাঠিয়েছিলেন ঈশা খাঁ।
সেই সময় অন্য জমিদারদের সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন ঈশা খাঁ। আশেপাশের এলাকার জমিদারদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ আর সম্পর্ক বৃদ্ধি করছিলেন। ত্রিপুরা রাজের কাছেও তিনি সৈন্য চেয়েছিলেন। অপহরণ করে বিয়ে ঈসা খাঁকে নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে। "বারভূঁইয়া বা যোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস" বইতে আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, সে সময় বিক্রমপুর অঞ্চলের ফুলবাড়িয়া এবং শ্রীপুরের শাসক ছিলেন দুই ভাই চাঁদ রায় এবং কেদার রায়। কোন এক সময়ে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলী শ্রীপুরে বেড়াতে আসেন। চাঁদ রায় তাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা ও খাতির যত্ন করলেও এই ভ্রমণই তাদের বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ এবং মনোমালিন্যের কারণ হয়ে ওঠে।
চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা অসামান্য সুন্দরী স্বর্ণময়ী বা সোনামণিকে ভালো লেগে যায় ঈশা খাঁর। সোনারগাঁয়ে ফিরে আসার পর তিনি সোনামণিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠান চাঁদ রায়ের কাছে।
আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, ঈশা খাঁর ধারণা ছিল, বিধবা একজন রমণীকে পরিত্যাগ করতে, বিশেষ করে তার মতো একজন ব্যক্তির কাছে বিয়ে দিতে রায় রাজারা অসম্মত হবে না। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বী একজন স্বাধীন রাজার কাছে স্ত্রী, কন্যা বা বোনকে চেয়ে পাঠানো যে কত বড় ধৃষ্টতা হবে, তা তিনি বুঝতে পারেননি।
বিয়ের প্রস্তাব পেয়েই দূতকে তাড়িয়ে দিয়ে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কেদার রায়।
আক্রমণ করে তারা ঈশা খাঁর কলাকাছিয়ার দুর্গ বিধ্বস্ত করে দেন। ঈশা খাঁ ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয় নেন। কেদার রায়ের সৈন্যরা খিজিরপুরে আক্রমণ করে।
সেই সময় চাঁদ রায়ের একজন আমলা শ্রীমন্ত রায় ছিলেন খিজিরপুরে। আগে থেকেই তিনি রায় ভাইদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি গিয়ে ঈশা খাঁর সাথে হাত মেলান। চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে এসে শ্রীমন্ত রায় জানান, রাজা এবং কুমার পরাজিত হয়ে ঈশা খাঁর হাতে বন্দী হয়েছে। এখন ঈশা খাঁ সৈন্য নিয়ে শ্রীপুর আক্রমণ করে সোনামণিকে নিতে আসছে। ইতিহাসবিদ আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, এই খবর রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ার সোনামণিকে রক্ষা করার জন্য শ্রীমন্তের পরামর্শে তার সঙ্গেই শ্বশুর বাড়ি চন্দ্রদ্বীপ বা বর্তমানের বরিশালে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নৌকায় করে রওনা দিয়ে রক্ষক শ্রীমন্ত তাকে সোনারগাঁয়ে নিয়ে এসে ঈশা খাঁর হাতে তুলে দেন। এই খবর জানতে পেরে চাঁদ রায় যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর কিছুদিন পরে তিনি রাজ্যভার কেদার রায়ের হাতে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর সোনারগাঁয়ে এক লড়াইয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন স্বর্ণময়ী। ঈশা খাঁর মৃত্যু উড়িষ্যা বিজয়ের পর ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার হিসাবে মানসিংহকে দায়িত্ব দেন মুঘল সম্রাট আকবর। দায়িত্ব নেয়ার পরেই বাংলা বিজয়ের দিকে বিশেষ নজর দেন মানসিংহ। পরের বছর ডিসেম্বর মাসে রাজা মানসিংহ বিশাল মুঘল বাহিনী নিয়ে ভাটি বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সে যুদ্ধ চলে পরের বেশ কয়েক বছর ধরে। ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রথমদিকে বেশ কয়েকবার মুঘল বাহিনীকে হোঁচট খেতে হয়েছে।
কিন্তু আস্তে আস্তে বাংলার বিভিন্ন এলাকা তাদের দখলে আসতে থাকে। এই লড়াইয়ে কখনো ঈশা খাঁ সন্ধি করেছেন, কখনো সন্ধি ভেঙ্গে বিদ্রোহী হয়েছেন।
পরবর্তীতে যুদ্ধে মানসিংহের দুই পুত্রও নিহত হয়। শোকাহত মানসিংহ সুবাদারীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে সম্রাট আকবর তাকে দিল্লিতে ডেকে নেন।
বিভিন্ন লোকগাথায় ঈশা খাঁয়ের সাথে মানসিংহের সরাসরি তলোয়ার যুদ্ধের কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু ইতিহাসবিদদের মতে, মানসিংহের সাথে সামনাসামনি ঈশা খাঁর কোন যুদ্ধ হয়নি। ঈশা খাঁকে বন্দি করে আগ্রায় পাঠানোর কোন ঘটনাও ঘটেনি।
যে সময়ের বর্ণনায় ওই লড়াইয়ের কথা বলা হয়, তার কিছুদিন পরই অর্থাৎ ১৫৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মারা যান ঈশা খাঁ। পরবর্তীতে সোনারগাঁয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঈশা খাঁর ছেলে মুসা খাঁ। বহু বছর মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ১৬১১ সালে ইসলাম খাঁয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন মুসা খাঁ।

লেনিন যেভাবে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা আর বিশ্বে কমিউনিজম ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন

১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল রাত। পেত্রোগ্রাদের (এখনকার সেন্ট পিটার্সবার্গ) ফিনল্যান্ড স্টেশনের এক প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার মানুষ ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে অপেক্ষা করছে।
এক পর্যায়ে, ট্রেনের সিঁড়ি থেকে নেমে আসেন এক ব্যক্তি, তারপর তিনি জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন: 'মানুষের শান্তির প্রয়োজন, মানুষের রুটির প্রয়োজন, মানুষের জমি দরকার...'
তিনি যাদের উদ্দেশে এসব কথা বলেছেন তারা রাশিয়ার নাগরিক এবং যিনি বলেছেন তিনি হলেন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। লেনিন নামেই যিনি বেশি পরিচিত।
এভাবেই বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের একজন ব্যক্তি ব্যাপক ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন এবং পরে তার ক্ষমতার উপর একের পর এক আঘাত এসেছিল।
যিনি রাশিয়ার ইতিহাস চিরতরে পরিবর্তন করতে এসেছিলেন, যতোটা প্রশংসিত ছিলেন ততোটাই ভয়ের সৃষ্টি করেছেন।
জারবাদী রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন লেনিন। তিনি তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় নিজ দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। কিন্তু ১৯১৭ সালের সেই রাতে তার প্রত্যাবর্তন, বিপ্লবের তাড়নায় নিমজ্জিত একটি দেশের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।
সেই থেকে ঠিক পাঁচ বছর পরে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম নেতা হন। কিন্তু কীভাবে তিনি সাত বছরেরও কম সময়ে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটাতে পেরেছিলেন? এবং তার প্রধান আদর্শ কী ছিল? তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১. একটি একদলীয় রাষ্ট্র ভ্লাদিমির লেলিনের জন্ম ১৮৭০ সালে ভলগা নদীর তীরের রাশিয়ার ছোট শহর সিমবির্স্কে। পরবর্তীতে লেনিনের সম্মানে এই শহরটির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বদলে উলিয়ানভস্ক রাখা হয়। লেলিনের বংশীয় উপাধি উলিয়ানভ থেকে এই নামকরণ করা হয়।
যথেষ্ট ধনী পরিবারে বেড়ে উঠলেও লেনিন শুরু থেকেই বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের ছিলেন। তবে একটি ঘটনা তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতাকে জাগ্রত করেছিল। আর সেটা ছিল তার বড় ভাই আলেকজান্ডারের মৃত্যুদণ্ড।
১৮৮৭ সালে আলেকজান্ডারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তিনি তৎকালীন জার আলেকজান্ডার তৃতীয়কে হত্যার চেষ্টা করেছেন।
সেই সময়ে রুশ সাম্রাজ্যে, মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগ মানুষের জন্য জীবনযাপন বেশ কঠিন ছিল।
বিশেষ করে যারা কৃষি পেশায় ছিলেন, তারা ভীষণভাবে ক্ষুধা ও দরিদ্রতায় ভুগছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে লেনিন তার প্রথম বিপ্লবী পদক্ষেপ নেন এবং ১৮৯৫ সালে তিনি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক (সামাজিক গণতন্ত্র) ধারার প্রচার ও বিস্তারের জন্য কারাগারে যান।
এক বছরেরও বেশি সময় পরে, তিনি মুক্তি পান কিন্তু প্রত্যন্ত সাইবেরিয়ায় তাকে আরও তিন বছর নির্বাসনে কাটাতে হয়েছিল।
এরপর ১৯০০ সাল পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যান্ড জেনেভায় পালিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি অন্যান্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সাথে তার প্রথম বড় প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেন। ওই প্রকল্পের নাম ছিল সংবাদপত্র ইসক্রা। ইসক্রা ছিল রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিকদের একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র যা রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (আরএসডিএলপি) এর আনুষ্ঠানিক অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
এই প্রকাশনীর নাম ইংরেজিতে "দ্য স্পার্ক" হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়াতে পারে 'স্ফুলিঙ্গ'।
এই সংবাদপত্রটি রাশিয়ার বাইরে থেকে রাশিয়ান সামাজিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমন্বয় করতে চেয়েছিল। এই কয়েক বছরের নির্বাসনের সময় লেলিনের সাথে তার স্ত্রী নাদিয়া ক্রুপস্কায়া ছিলেন। স্ত্রী নাদিয়াও লেলিনের মতো একই বিপ্লবী ধারণা পোষণ করতেন। দুজনেই জার্মান নাগরিক কার্ল মার্কসের বিকশিত মার্কসবাদী ধারণার সমর্থক ছিলেন। ১৯০৩ সালের পর থেকে লেনিন সত্যিকার অর্থে কিছু রাজনৈতিক প্রভাব রাখতে শুরু করেন। তখন তিনি অস্থায়ীভাবে লন্ডনে বসবাস করছিলেন, কেননা সে সময় সেখানে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
ওই কংগ্রেসে লেনিন ছিলেন প্রধান চরিত্র। ওই কংগ্রেসের মাধ্যমে সমস্ত রাশিয়ানদের একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যারা জারবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরোধিতা করেছিল। তবে এই কংগ্রেস দুটি পক্ষের প্রকৃত চরিত্র ও দৃশ্যমান বিভক্তি স্পষ্ট করে তুলেছিল। একদিকে ছিলেন মেনশেভিকরা, যারা আরও মধ্যপন্থী এবং ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত। এবং অন্যদিকে ছিলেন বলশেভিকরা, তাদের নেতা ছিলেন লেনিন এবং যাদের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতায় আসা।
সমসাময়িক ইতিহাসের অধ্যাপক জুলিয়ান ক্যাসানোভা বলেছেন 'মেনশেভিকদের মতবাদ পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের সাথে বেশি মিলে যায়, এজন্য তাদের সাথে বেশি সংযোগ স্থাপন করেছিল।'
"বলশেভিকরা ছিল একটি কেন্দ্রীভূত, শক্তিশালী, সচেতন, অগ্রগামী দল যা পার্লামেন্টারি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে বেশি একটা চিন্তিত ছিল না।" বলশেভিক মডেলটি শেষ পর্যন্ত টিকে যায় এবং তারা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে, যারা ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন সৃষ্টির পর থেকে শাসন করে আসছে। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল একটি এক-দলীয় রাষ্ট্রের মডেল এবং যার প্রথম নেতা ছিলেন ভ্লাদিমির লেনিন। কিন্তু বলশেভিকরা কীভাবে এই মডেলটি চাপিয়ে দিতে পেরেছিল? ২. সহিংসতা এবং দমন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, আমাদের অবশ্যই সেই সময়ে ফিরে যেতে হবে যা রাশিয়ার ইতিহাসকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল এবং আমরা ইতোমধ্যেই শুরুতে উল্লেখ করেছি যে সেটি হয়েছিল ১৯১৭ সালে। সেই সময় লেনিন নির্বাসনে ছিলেন এবং রাশিয়ার জনগণের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।
বরং গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শিল্প কারখানায় শ্রমিকরা নানাভাবে শোষণের শিকার হতো। তার সাথে যোগ হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণ। এভাবে সেই বছর রাশিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ফেব্রুয়ারিতে বা আমাদের প্রচলিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মার্চ মাসে, ১৯১৭ সালের প্রথম বিপ্লব হয়। এই বিদ্রোহের কারণে দ্বিতীয় জার নিকোলাস ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন।
যিনি ইতোমধ্যেই তার অনেক জনপ্রিয় সমর্থন হারিয়েছিলেন এবং এর মধ্য দিয়েই রাশিয়ান রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। এই পথ ধরেই একটি অস্থায়ী সরকার গঠন হয়। যার মধ্যে মেনশেভিকরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও তারা শিগগিরই তথাকথিত পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিরোধিতা বা পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ক্ষমতার পাল্টা ধাক্কার মুখে পড়ে। (আজকের সেন্ট পিটার্সবার্গ তখন পেত্রোগ্রাদ নামে পরিচিত ছিল)
পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত পরিচালনা করতো বলশেভিকরা, 'যাদের সাথে জারবাদের পূর্ববর্তী পতনের কোনো সম্পর্ক ছিল না', অধ্যাপক জুলিয়ান ক্যাসানোভা স্পষ্ট করে বলেন। এক মাস পরে এর ভূমিকা সামনে আসে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের খবর পেয়ে লেনিন সুইজারল্যান্ডে তার নির্বাসন ত্যাগ করেন এবং জার্মানি, সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ট্রেন যাত্রা করে রাশিয়ায় আসেন। নিবন্ধের শুরুতেই রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের ফিনল্যান্ড স্টেশনের কথা বলা হয়েছিল। এবং আপনি নিশ্চয়ই তার সেই আগমনের উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব বিপ্লব অর্থাৎ বলশেভিকদের বিপ্লব চালু করা। এ কারণেই এপ্রিলের রাতে লেলিনের বক্তব্য এভাবে শেষ হয়েছিল: "আমাদের অবশ্যই সামাজিক বিপ্লবের জন্য লড়াই করতে হবে, শেষ অবধি লড়ে যেতে হবে, সর্বহারা শ্রেণির সম্পূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক সামাজিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। (লং লিভ ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল রেভোলিউশন)' এভাবেই রাশিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে অক্টোবরে বা আমাদের জন্য নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়। অস্থায়ী সরকার, তখনও খুব দুর্বল এবং অস্থির অবস্থায় ছিল। ফলে বলশেভিকরা সহজেই সোভিয়েতদের উৎখাত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।
অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করার এই ঘটনা অক্টোবর বিপ্লব নামে পরিচিত। সেইসাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে বের করে আনার মাধ্যমে লেনিন তার বিখ্যাত বক্তৃতার প্রথম উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হন এবং সেটা ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা। এজন্য ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তির প্রতি ধন্যবাদ জানাতে হবে।
এটি ছিল রাশিয়ার সাথে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ স্বাক্ষরিত একটি পৃথক শান্তি চুক্তি, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণের অবসান ঘটায়। কিন্তু বন্ধ দরজার পিছনে এই শান্তি ছিল কেবলই একটি মরীচিকা, কারণ অক্টোবর বিপ্লবের পরে রাশিয়ানদের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কেননা বলশেভিক শাসন সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়নি। মূলত বিপ্লবের পরে রাশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে এই লড়াই শুরু হয়। এর একদিকে ছিল, ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের রেড আর্মি যারা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করছিল।
অন্যদিকে ছিল রক্ষণশীল, উদারপন্থী এবং আরও মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রীদের হোয়াইট মুভমেন্ট।
এই সংঘাতে লাখ লাখ মানুষ নিহত হন এবং ওই সময়েই বলশেভিকরা প্রাক্তন জার নিকোলাস দ্বিতীয় এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে।
অধ্যাপক ক্যাসানোভার মতে সেটি ছিল ভীষণ নিষ্ঠুর এক সংঘাত।
"বলশেভিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর এবং সহিংতার ধারণা পোষণ করা জারবাদী সৈন্যদের মধ্যে এই গৃহযুদ্ধে নৃশংসতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। এবং এই সহিংতা শুধুমাত্র ভিন্ন রাজনৈতিক বা ভিন্ন মতাদর্শ ধারণ করাদের বিরুদ্ধে ছিল না। 'বরং এই সহিংসতা কৃষকদের বিরুদ্ধেও হয়েছিল যাদের ফসল রেড আর্মি অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে দখল করে নেয়া হয় এবং অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কিছু অংশের বিরুদ্ধেও সহিংসতা হয় যেখানে রাশিয়ানদের সংখ্যা লেনিনের জন্য তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না', বলেন ক্যাসানোভা। সহিংসতা ও দমন-পীড়নকে লেনিন ন্যায্যতা দিয়েছিলেন নতুন রাষ্ট্রের একীভূতকরণ অর্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে। অন্যান্য নির্যাতিত দলগুলোর মধ্যে ছিল ছিল বুদ্ধিজীবী বা রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ। অবশেষে রেড আর্মি জয়লাভ করে এবং ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রধান ছিলেন লেনিন। কিন্তু তিনি এক বছরের কিছুটা বেশি সময় ক্ষমতায় থাকতে পেরেছিলেন। কারণ ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি স্ট্রোকে মারা যান।
তবে বিশেষজ্ঞদের দাবি, দমনমূলক শাসনের ভিত্তি স্থাপনের জন্য তিনি যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। পরে জোসেফ স্ট্যালিন দায়িত্বে এসে সেটা আরও নিখুঁত কর তোলেন।
মস্কোর রেড স্কয়ারে লেলিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় লক্ষাধিক লোক হাজির হয়েছিল এবং তার দেহ রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষণ করা হয় যা আজও রয়ে গেছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তাকে সমাধিস্থ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল, তবে কেউ এখন চাইলে তার মরদেহ মুসোলিয়াম বা সমাধি পরিদর্শন করে দেখে যেতে পারে।
৩. একটি 'আন্তর্জাতিক' কমিউনিজম পরিশেষে বলতে গেলে, তৃতীয় পয়েন্টে লেনিনের আদর্শ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটি বৈশ্বিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের ঢল 'চোখ রাঙাচ্ছে' বাংলাদেশের সুনামগঞ্জকে,আকস্মিক বন্যায় দুর্ভোগ চরমে

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ ও ভারতের চেরাপুঞ্জিতে গত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণ এবং উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের সব নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢলের পানি প্রবেশ করেছে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে। আর এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ৬ লাখের অধিক মানুষ। টানা বৃষ্টি আর ভারত থেকে নেমে আসা উজানি ঢলে বাংলাদেশে সিলেটের তিনটি নদীর ৬টি পয়েন্টে জল বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া আরও কয়েকটি পয়েন্টে জল বিপৎসীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে। টানা ভারী বৃষ্টিতে নদীর জল উপচে সিলেট নগরীতে প্রবেশ করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে সিলেট নগরীর ভেতরে বহু বাসাবাড়িতে জল উঠেছে। এদিকে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও মুষলধারে বৃষ্টির কারণে সুনামগঞ্জের ছাতকে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। পাহাড়ি ঢলে সিলেট ও সুনামগঞ্জে বহু কাঁচা ঘর-বাড়ি ও গ্রামীণ কাঁচা সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছাতক শহরে বন্যার জল প্রবেশ করায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে লক্ষাধিক মানুষ। ইতোমধ্যেই ছাতক শহরের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত মানুষের জন্য শুকনো খাবারসহ প্রাথমিক সব ব্যবস্থা রেখেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন ছাতক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম মোস্তাফা মুন্না।

লাগাতার বৃষ্টি, হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে ধস, বন্ধ যাতায়াত

হাফলং (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চলাচল করা এখন দস্তরমতো বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই ওই জাতীয় সড়ক ধস নেমে বন্ধ হয়ে যায়। গত তিনদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে ধস নেমেছে। ফলে বন্ধ হয়ে পড়েছে জাতীয় সড়কে যাতায়াত। লাগাতার বৃষ্টির জেরে হারাঙ্গাজাও এবং বান্দরখালে ভয়ংকর ধস নেমে হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই) ওই সড়কে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

অবিরাম বৃষ্টির দরুন আজ মঙ্গলবার বান্দরখালে জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে। বান্দরখালের কাছে পাহাড় থেকে মাটি-কাদা-জল ও বড়বড় গাছ ধসে পড়ায় ওই সড়কপথটি বন্ধ হয়ে পড়েছে। যার দরুন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ওই সড়ক পথে যানবাহন চলাচল আপাতত বন্ধ করে দিয়েছেন।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ধসমুক্ত করে সড়কপথটিকে সচল করে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে গেলেও বৃষ্টি তাঁদের কাজে সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই এখনও সড়কটি ধসমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এখনও পাহাড় থেকে নেমে আসছে জল-কাদা-মাটি।

এদিকে ধস নেমে জাতীয় সড়কটি বন্ধ হয়ে পড়ায় রাস্তার দুপাশে বহু যানবাহন আটকে পড়েছে। গুয়াহাটি, নগাঁও, লংকা, লামডিং, শিলচরে ওই ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে যানবাহন চলাচল করে। মেঘালয়ের সোনাপুর, লুমসুম এবং রাতাছড়ায় জাতীয় সড়কে ধস নেমে ওই সড়কেও যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে পণ্য সামগ্রী নিয়ে বরাক উপত্যকা সহ পার্শবর্তী রাজ্য ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুরে যায়ায়াতকারী বহু লরি আটকে পড়েছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে।

এমতাবস্থায় কবে নাগাদ ধস সাফাই করে জাতীয় সড়কটিকে সচল করে তোলা হবে এ নিয়ে রয়েছে ব্যাপক সংশয়। বৃষ্টি বন্ধ না হলে ওই সড়কপথটি সচল হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বর্তমানে ধস-বিধ্বস্ত বান্দরখালের অবস্থা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।

আরারিয়ায় ভাঙলো সেতু, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ

আরারিয়া, ১৮ জুন (হি. স.): চোখের সামনে বালির বাঁধের মত নদীতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল আস্ত একটি সেতু। বিহারের আরারিয়া জেলায় বাকরা নদীর উপর অবস্থিত ওই সেতুর একাংশ নদীতে ধসে যায়। মঙ্গলবার সেতুটি ভেঙে পড়ার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ওই সেতুটি নির্মাণ হয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER NO:- 01/EE/AGRI/W/2024-25

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of open shed on the top roof of Director of Horticulture Office in/c renovation of conference hall toilet and painting of conference hall. (01/AGRI/EE(WEST)/2024-25)	Rs. 5,64,825/-	Rs. 11,297/-	Up to 27/06/2024 at 2.00 PM	At 3.00 PM on 27/06/2024 (If possible)	Appropriate Class
2.	Construction of 3000 MT Fertilizer Go-down at Jirania S.H Installation of SBDTW at Jirania under Jirania Agri Sub-Division,Agartala. (02/AGRI/EE(WEST)/2024-25)	Rs. 1,67,728/-	Rs. 3,355/-			
3.	Setting up new Agri- Re-Search cum Training centre with IT facilities at Jampuijala under Jampuijala Agri. Sub- Division, Sepahijala District/S.H:- Providing Internal Electrification. (03/AGRI/EE(WEST)/2024-25)	Rs. 7,23,944/-	Rs. 14,479/-			
4.	Development of Regulated market at Kalibazar under Mohanpur Agri-Sub-Division, West District (Under RIDF-XXVI)/S.H:- Internal Electrification work of 2 nos. Double storied Market building at Kalibazar. (04/AGRI/EE(WEST)/2024-25)	Rs. 13,55,521/-	Rs. 27,110/-			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-309/24

(Dr. Debasis Déb) .
Executive Engineer (West),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

কৃষক, মহিলা, যুবসমাজ ও দরিদ্ররাই বিকশিত ভারতের শক্তিশালী স্তম্ভ : প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ১৮ জুন (হি.স.): কৃষক, মহিলা, যুবসমাজ ও দরিদ্রদেরই বিকশিত ভারতের শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসীতে পিএম কিষাণ সম্মান সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি কৃষক, মহিলা, যুবসমাজ এবং দরিদ্রদের বিকশিত ভারতের শক্তিশালী স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করি। সরকার গঠনের সাথে সাথেই আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল কৃষক ও দরিদ্রদের নিয়ে। দরিদ্র পরিবারের জন্য ৩ কোটিরও বেশি বাড়ি তৈরি বা সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান প্রকল্পের প্রসারিত করার মতো সিদ্ধান্তগুলি দেশের অনেক মানুষকে সাহায্য করবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের সপ্তদশ কিস্তির অর্থ সুবিধাভোগীদের হস্তান্তর করেন। এই সম্মেলনের শুরুতেই মোদী বলেন, 'বাবা বিশ্বনাথ ও মা গঙ্গার আশীর্বাদে এবং কাশীবাসীর অফুরন্ত ভালোবাসায় আমি তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধান সেবক হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছি। কাশীর জনগণ আমাকে টানা তৃতীয়বারের মতো নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে আশীর্বাদ করেছে। এখন মনে হচ্ছে মা গঙ্গাও আমাকে নিজের কোলে বসিয়েছেন, আমি এখানকার হয়ে উঠেছি।'

মোদী বলেন, 'কিছুক্ষণ আগেই প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির ২০ হাজার কোটি টাকা সারা দেশের কোটি কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। ৩ কোটি বোনকে কোটিপতি বানানোর পথে আজ বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কৃষি সখী হিসাবে বোনদের নতুন ভূমিকা তাঁদের সম্মান এবং আয়ের নতুন উৎস উভয়ই নিশ্চিত করবে। আজ ৩০ হাজারেরও বেশি সহায়ক গোষ্ঠীকে কৃষি সখী হিসেবে প্রমাণ পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পটি ১২টি রাজ্যে শুরু হয়েছে। আগামী সময়ে সারা দেশের হাজার হাজার গোষ্ঠী এর সাথে যুক্ত হবে।'

বন্যা, ১৯ এবং ২০ জুন করিমগঞ্জ জেলার সব বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা জেলা প্রশাসনের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব (আইএএস) জেলার সব সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৯ এবং ২০ জুন ছুটি ঘোষণা করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৮ জুন, ২০২৪) কেডিভি (জি). ৬৪/ই/ইডিএন/২০২৩/৫৭৭ নম্বরের এক আদেশ জারি করে জেলাশাসক বলেছেন, লঙ্গাই ও কুশিয়ারা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা থাকায় এবং বৃষ্টির জলে জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয় জলমগ্ন হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামীকাল ১৯ জুন (বুধবার) এবং ২০ জুন (বৃহস্পতিবার) করিমগঞ্জ জেলার সব সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

তবে পূর্বনির্ধারিত সুচি অনুযায়ী কোনও পরীক্ষা যদি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকে, তবে তা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। ২০০৫ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ৩০(২)(ভি) ধারা বলে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব।

ব্যালট পেপার ফেরানোর পক্ষে সওয়াল জগনমোহন রেড্ডির

বিজয়ওয়াড়া, ১৮ জুন (হি. স.): ইভিএম প্রসঙ্গে এবার রাহুল গান্ধীর সুরেই সুর মেলালেন অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জগনমোহন দাবি করেন, ইভিএম মোটেই নিরাপদ নয়। এবার থেকে দেশে সব নির্বাচন ব্যালট পেপারে করা উচিত, যেমনটা আগে হত। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বিশ্বের সব উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় পেপার ব্যালটের ব্যবহার হয়, ইভিএম নয়। স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া ও ভোট প্রক্রিয়ার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়াতে ব্যালট পেপারে নির্বাচন করা উচিত।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ইলন মাস্ক বলেন, ইভিএম-ও হ্যাক হতে পারে। মাস্কের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ইভিএম নিয়ে আশঙ্কার কথা শোনানোর পর এবার জগনের গলাতেও একই সুর। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই রাহুল গান্ধী ইভিএম-কে "ব্ল্যাক-বাক্স" বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অবিরাম বৃষ্টিপাত, বরাক সহ উপত্যকার উপনদীগুলোতে বাড়ছে জল, প্লাবিত বহু গ্রাম

শিলচর (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : গত এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে বরাক উপত্যকার সর্বত্র। ফলে বরাক নদী সহ উপত্যকার উপনদীগুলোতে জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে অসংখ্য গ্রাম। আউশ, মুরালি ধান খেতের পাশাপাশি শাক-সবজির খেত নষ্ট হচ্ছে সবকয়টি গ্রামে।

গত ২৯ মে প্রথম দফার বন্যার কবলে পড়েছিল বরাক উপত্যকার বহু গ্রাম। তখন অবশ্য পাঁচদিনের মাথায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় জলের স্তর ধীরে ধীরে কমে যায়। বন্যার ভয়াবহতা থেকে তখনকার মতো রক্ষা পেয়ে গেলেও এবারের লাগাতার বৃষ্টিপাতের জন্য দ্বিতীয় দফার বন্যার আতঙ্কে থরহরি কাছাড় তথা সমগ্র বরাক উপত্যকার জনগণ।

বরাক নদীর জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৮.৭২ সেন্টিমিটার অতিক্রম করেছে নদীর জলস্তর। ঘণ্টায় ৭ সেন্টিমিটার গতিতে জলস্তর বৃদ্ধি হচ্ছে। বিশেষ করে কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার অবস্থা বেগতিক হয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত জালালপুর, গুমড়া, মহাদেবপুর, বাটুলমারা, নাতানপুর, টুকেরগ্রাম, খেলমা, সাদিরখাল, আমতলা, হরিনগর, রাজাটিলা, জগদীশপুর, জাবদা হাওর, কড়ইকান্দি, সালিমাবাদ, কালাইন কলেজ রোড, ব্রাহ্মণগ্রাম, ধুমকর, লক্ষ্মীপুর, অলইচিরিপার, ভৈরবপুর, নাথপাড়া, বিশ্বম্ভরপুর, নিজ জালালপুর, করচুড়া, কাশীবন, ভাটপাড়া, বরইতলি, হিলারকান্দি, মরইউড়া, হাতিরগড়, আজোমারা, ফুনারিকান্দি, সৈয়দপুর প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

প্রতিটি গ্রামে ব্যাপকহারে জল বাড়ছে। পাহাড়ি নদী, লারাং নদী, বলেশ্বর নদী, গুমড়া নদী, কালাইন নদীর জলস্ফীতি তীব্র রূপ ধারণ করেছে।

এদিকে বরাক নদীতে জলস্তর বেড়ে চলছে। এছাড়া বরাকের জল বাড়ার পাশাপাশি উপনদী কাটাখাল, হারাং, ঘাঘরা, জিরি, চিরি, মধুরা, জাটিঙ্গা, রুকনি, ধলেশ্বর প্রভৃতি নদীতে তীব্র গতিতে জল বাড়ছে। একইভাবে করিমগঞ্জ জেলার লঙ্গাই, সিংলা, কুশিয়ারা প্রতিটি নদীতে জল বাড়ছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতির পুনরাগমের আতঙ্ক তাড়া করছে বরাক উপত্যকার জনমনে। যদিও কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি, তিন জেলার দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ তথা জেলা প্রশাসন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথার্থ পদক্ষেপ সহ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

Office Ph:- 03824 261—226
Email address:- eedwsdkgt@gmail.com

Fopfat—A

PNie-T No. 04/EE/DWS/KD/2024-25 Dt. 15/06/2024

1. DNle-T No_78/EE/DWS/KD/2024-25
2. DNle-T No_79/EE/DWS/KD/2024-25
3. DNle-T No_80/EE/DWS/KD/2024-25
4. DNle-T No_81/EE/DWS/KD/2024-25
5. DNle-T No_82/EE/DWS/KD/2024-25
6. DNle-T No_83/EE/DWS/KD/2024-25
7. DNle-T No_84/EE/DWS/KD/2024-25
8. DNle-T No_85/EE/DWS/KD/2024-25
9. DNle-T No_86/EE/DWS/KD/2024-25
10. DNle-T No_87/EE/DWS/KD/2024-25
11. DNie-T No_88/EE/DWS/KD/2024-25
12. DNle-T No_89/EE/DWS/KD/2024-25
13. DNle-T No_90/EE/DWS/KD/2024-25
14. DNle-T No_91/EE/DWS/KD/2024-25
15. DNle-T No_92/EE/DWS/KD/2024-25
16. DNle-T No_93/EE/DWS/KD/2024-25

Period of downloading of biding documents at:- 21/06/2024 to 29/06/2024
Deadline for online Bidding 29/06/2024 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid 01/07/2024 up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat

For details please contact to the office of the undersigned.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-315/24

Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura.

NO. F. 09 (01)-REVIACQIXIN/24/2118-22
a GOVERNMENT OF TRIPURA
REVENUE DEPARTMENT

Dated, Agartala, the April, 2024

NOTIFICATION

WHEREAS, Preliminary Notification NO. F. 09 (01)-REVIACQ/XII/19 dated the 02-02-2021 under Sub-Section 1 of Section 11 of "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013', relating to the land/lands measuring 0.668 acre in Mouza Sarashima of Sarashima Tehsil was issued by the Government.

AND WHEREAS, the possession of entire land measuring 0.668 acre has not been taken over by the Government as, the land in question is no longer needed by the Requiring Department,

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 93 of 'the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013the Government hereby withdraws from the acquisition of the said land/lands as described in the schedule below.

Name ef the Distirct : South Tripura
Name of the Sub-Division : Belonia
Name of the P. S. : Belonia
Name of the Mouja : Sarashima
Name of the Tehsil : Sarashima
Name of Project : Acquisition of land for improvement of road from Satmura Chowmuhani to Belonia Railway Station

No. F. 12 (67)-DM/S/LA/B/PWD/2019

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Acquired Area (In Acres)
1	2	3	4	5
Jote land				
1	160	2189/P	Viti (Tilla)	0.010
2	605	2188/P	Viti (Tilla)	0.010
3	458	2187/P	Viti (Tilla)	0.010
4	1442	2186/P	Viti (Tilla)	0.010
5	1401	2190/P	Viti (Tilla)	0.020
		2161/P	Bastu (Tilla)	0.020
6	2050	2162/P	Bastu	0.010
7	1582	2160/P	Bastu (Tilla)	0.020
8	1754	2163/P	Bastu (Tilla)	0.010
9	1375	2158/P	Bastu (Tilla)	0.002
10	1386	2157/P	Bagan (Tilla)	0.010
11	1464	2130/P	Bastu (Tilla)	0.008
12	1467	2152/P	Bastu (Tilla)	0.014
13	1084	2138/P	Bastu (Tilla)	0.017
14	568	2151/P	Bastu (Tilla)	0.008
15	640	2139/P	Bastu (Tilla)	0.006
16	2320	2150/P	Tilla	0.030
17	2106	2140/P	Bastu (Tilla)	0.008
18	3518	2140/8997/P	Bastu (Tilla)	0.003
19	2769	2147/7178/P	Chara	0.020
20	3057	2147/8418/P	Chara	0.006
21	93	2147/P	Chara (Tilla)	0.003
22	225	2146/P	Viti (Tilla)	0.022
23	3174	1026/8526/P	Bastu (Tilla)	0.003
24	3169	1026/8521/P	Bastu (Tilla)	0.006
25	1680	2074/6088/P	Viti (Tilla)	0.002
		2074/P	Bastu (Tilla)	0.015
26	1029	1025/P	Viti (Tilla)	0.012
27	2294	1015/6733/P	Bastu	0.007
28	424	2046	Samadhisthan	0.001
29	2722	1015/7137/P	Bagan (Tilla)	0.006
30	609	1014/P	Viti (Tilla)	0.005
		1013/P	Viti (Tilla)	0.004
31	658	2048/P	Chara (Tilla)	0.021
32	151	2047/P	Bastu (Tilla)	0.010
33	2444	2047/6850/P	Bastu (Tilla)	0.005
34	1080	1012/P	Viti (Tilla)	0.004
35	610	1011/P	Viti (Tilla)	0.006
36	584	983/P	Bagan (Tilla)	0.012
37	3947	982/P	Viti (Tilla)	0.004
38	1238	2040/P	Bastu (Tilla)	0.005
		2039/P	Bastu (Tilla)	0.005
39	321	981/P	Bastu (Tilla)	0.015
40	189	2038/P	Viti (Tilla)	0.007
41	2260	970/6699/P	Bastu	0.011
42	2540	969/6930/P	Bastu (Tilla)	0.018
43	36	962/6177/P	Bastu (Tilla)	0.006
44	4207	2030/10044	Bastu (Tilla)	0.004
45	4204	2030/10012	Bastu (Tilla)	0.004
46	1759	2030/P	Bastu (Tilla)	0.004
47	4161	2030/9999	Bastu (Tilla)	0.004
48	2987	959/8353/P	Viti (Tilla)	0.013
49	1428	959/P	Viti (Tilla)	0.008
50	2489	2029/P	Viti (Tilla)	0.011
51	2786	958/7191	Viti (Tilla)	0.009
52	835	958/P	Viti (Tilla)	0.001
53	2771	958/7180	Viti	0.007
54	493	2028/P	Bagan (Tilla)	0.013
55	761	2017/P	Bastu (Tilla)	0.010
56	2849	2017/9281/P	Bastu (Tilla)	0.013
57	896	955/P	Viti (Tilla)	0.001
58	755	953/P	Viti (Tilla)	0.012
59	4113	2016/P	Chara	0.001
60	2924	2016/7149/P	Chara (Tilla)	0.012
61	4146	2014/9953/P	Viti (Tilla)	0.001
62	4130	2014/9937/P	Viti (Tilla)	0.002
63	2925	2014/7151/P	Viti	0.002
64	2588	952/P	Viti (Tilla)	0.002
65	3161	950/P	Bastu (Tilla)	0.003
66	2604	950/6972/P	Bastu (Tilla)	0.009
67	3378	1979/8728/P	Bastu (Tilla)	0.002
68	2863	949/8295/P	Viti	0.005
69	3473	949/8949/P	Viti (Tilla)	0.026
70	57	947/P	Dokan (Tilla)	0.007
1	548	962/6176/P	Viti (Tilla)	0.006
72	3135	2076	Bastu (Tilla)	0.009
Total land:-				0.668
Total Jote land measuring :-				0.668
Total Khas land measuring :-				0.000
Total Departmental land measuring :-				0.000
Grand total land measuring :-				0.668

ICA/D-328/24

By order of the Governor,
Signed by Chandra Krishna Malsom
Date: 09-04-2024 14:14:58
Reason: Approved

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সোনার মত চকচকে ত্বক পেতে ঘরে এই কাজ করলেই হবে

শহর-জুড়ে উতবের মরসুমের মেজাজ। শপিং মল থেকে সাধারণ দোকানগুলিতে নতুন জামাকাপড় কেনার জন্য ভিড় যেন উপচে পড়ছে। সেই সঙ্গে কসমেটিক্সের দোকান বা পার্লারগুলিতেও থিক থিক করছে ভিড়। পুজোর যোলোআনা আনন্দে মেতে উঠতে চাই রূপচর্চাও। সকলের থেকে আলাদা হতে, পার্টনারকে মন জয় করতে পোশাকের পাশাপাশি ত্বকের চাই বাড়তি জেল্লা

সোনার মত উজ্জ্বল, পরিস্কার ও কোমল করে তুলতে পার্লারে গোল্ড ফেসিয়ালের কদর বেশ বেশি। রূপটানের আগে এই ফেসিয়াল ত্বকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই ফেসিয়ালের জন্য পকেট থেকে টাকাও খসাতে হয় বৈকি। এই গোল্ড ফেসিয়াল শুধু জেল্লা বাড়াতেই নয়, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের সহায়ক। স্বাস্থ্যকর, উজ্জ্বল ও লাবণ্যে মাখা ত্বকের জন্য তাই টাকা খসিয়ে পার্লারে এই ফেসিয়াল করান অনেকেই।

যদিও এই ধরনের ফেসিয়াল এক পার্লার থেকে অন্য পার্লারকে আলাদা করে। তবে ব্যাপারটা সেই একই। তবে এই পুজোয় যদি বাজেট বাঁচিয়ে ত্বকের জেল্লা বাড়াতে চান তাহলে ঘরে বসেই এই ফেসিয়াল করা সম্ভব। প্রাকৃতিকভাবেই গোল্ড ফেসিয়াল করাটা কী বাড়িতে সম্ভব? তাহলে এর জন্য যে যে নিয়মগুলি রয়েছে, সেগুলির প্রতিটি স্টেপ জেনে নিন এখানে

প্রাকৃতিক উপায়ে মুখ পরিস্কার করুন

মুখ পরিস্কার করার জন্য সামান্য পরিমাণ দুধ ও তুলোর বল নিন। ওই তুলোর বল কাঁচা দুধে ভিজিয়ে ত্বকের উপর অলতো করে ঘষে নিন। এতে মুখ পরিস্কার হবে নিখুঁতভাবে। ক্লিনজিং হয়ে গেলে ভেজা তোয়ালে বা টিস্যু ব্যবহার করে মুখ মুছে নিন। কিছুক্ষণ ত্বককে বিশ্রাম দিন। দেখবেন ত্বকের উপর থেকে কিলো কিলো ওজন যেন কমে যাবে।

ফেস স্ক্রাব:

গোল্ড ফেসিয়ালের প্রথম ধাপ হিসেবে ক্লিনজিং শেষহলে এবার চাই প্রাকৃতিকভাবে স্ক্রাব ব্যবহার করা। এর জন্য লাগবে চিনি, মধু ও কয়েক ফেঁটা লেবু। প্রতিটি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করুন। এই স্ক্রাব ব্যবহারের ফলে ত্বকের এক্সফোলিয়েশন খুব ভাল হয়। ২-৩ মিনিটের জন্য আলতো করে স্ক্রাব স্করুন ও ঠান্ডা জল দিয়ে ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

ফেস ম্যাসাজ ক্রিম: ম্যাসাজ করা কখনও এড়িয়ে যাবেন না। কারণ ভাল ফেসিয়ালের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপই হল এই ম্যাসাজ। ফেস ক্রিম প্রস্তুত করতে লাগবে অ্যালোভেরা জেল, কয়েক ফেঁটা লেবুর রস ও অলিভ অয়েল। তিনটি উপকরণ ব্লেন্ড করে একটি ম্যাসাজ প্যাক তৈরি করুন। এবার মুখের উপর ঢেলে প্রায় ১০ মিনিটের জন্য ম্যাসাজ করুন। নরম টিস্যু বা তোয়ালে দিয়ে মুখের মধ্যে লেপে থাকা পাকটি তুলে ফেলুন।

ফেস মাস্ক- গোল্ড ফেসিয়ালের তিনটি ধাপের পর এবার চাই পুষ্টিকর একটি ভাল ও প্রাকৃতিক ফেস মাস্ক। এটি প্রস্তুত করার জন্য চাই অল্প পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, বেসন, দুধ ও কয়েক ফেঁটা গোলাপ জল। দিতে পারেন মধুও। এবার এই উপকরণগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার ফেস মাস্কটি মুখের মধ্যে প্রয়োগ করে প্রায় ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। তারপর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বক হলে মধু ব্যবহার করবেন না। বাড়িতে বসেই যদি গোল্ড ফেসিয়াল করতে চান, তাহলে প্রতি মাসে বা প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার করুন। তাহলেই দেখবেন ত্বকের মধ্যে উজ্জ্বল টোন অনুভব হবে। ব্যয়বহুল পণ্যের জন্য আর টাকা খসাতে হবে না। শুধু টাকা খরচই নয়, পার্লারের বা স্পাগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্টও করতে হবে না।পুজোয় পার্লারে আর "গোল্ড ফেসিয়াল" নয়, সোনার মত চকচকে ত্বক পেতে ঘরে এই কাজ করলেই হবে শহর-জুড়ে উতবের মরসুমের মেজাজ। শপিং মল থেকে সাধারণ দোকানগুলিতে নতুন জামাকাপড় কেনার জন্য ভিড় যেন উপচে পড়ছে। সেই সঙ্গে কসমেটিক্সের দোকান বা পার্লারগুলিতেও থিক থিক করছে ভিড়। পুজোর যোলোআনা আনন্দে মেতে উঠতে চাই রূপচর্চাও । সকলের থেকে আলাদা হতে, পার্টনারকে মন জয় করতে পোশাকের পাশাপাশি ত্বকের চাই বাড়তি জেল্লা।

সোনার মত উজ্জ্বল, পরিস্কার ও কোমল করে তুলতে পার্লারে গোল্ড ফেসিয়ালের কদর বেশ বেশি। রূপটানের আগে এই ফেসিয়াল ত্বকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই ফেসিয়ালের জন্য পকেট থেকে টাকাও খসাতে হয় বৈকি। এই গোল্ড ফেসিয়াল শুধু জেল্লা বাড়াতেই নয়, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের সহায়ক। স্বাস্থ্যকর, উজ্জ্বল ও লাবণ্যে মাখা ত্বকের জন্য তাই টাকা খসিয়ে পার্লারে এই ফেসিয়াল করান অনেকেই। যদিও এই ধরনের ফেসিয়াল এক পার্লার থেকে অন্য পার্লারকে আলাদা করে। তবে ব্যাপারটা সেই একই। তবে এই পুজোয় যদি বাজেট বাঁচিয়ে ত্বকের জেল্লা বাড়াতে চান তাহলে ঘরে বসেই এই ফেসিয়াল করা সম্ভব। প্রাকৃতিকভাবেই গোল্ড ফেসিয়াল করাটা কী বাড়িতে সম্ভব? তাহলে এর জন্য যে যে নিয়মগুলি রয়েছে, সেগুলির প্রতিটি স্টেপ জেনে নিন এখানে প্রাকৃতিক উপায়ে মুখ পরিস্কার করুন

মুখ পরিস্কার করার জন্য সামান্য পরিমাণ দুধ ও তুলোর বল নিন। ওই তুলোর বল কাঁচা দুধে ভিজিয়ে ত্বকের উপর অলতো করে ঘষে নিন। এতে মুখ পরিস্কার হবে নিখুঁতভাবে। ক্লিনজিং হয়ে গেলে ভেজা তোয়ালে বা টিস্যু ব্যবহার করে মুখ মুছে নিন। কিছুক্ষণ ত্বককে বিশ্রাম দিন। দেখবেন ত্বকের উপর থেকে কিলো কিলো ওজন যেন কমে যাবে।

ফেস স্ক্রাব:

গোল্ড ফেসিয়ালের প্রথম ধাপ হিসেবে ক্লিনজিং শেষহলে এবার চাই প্রাকৃতিকভাবে স্ক্রাব ব্যবহার করা। এর জন্য লাগবে চিনি, মধু ও কয়েক ফেঁটা লেবু। প্রতিটি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করুন। এই স্ক্রাব ব্যবহারের ফলে ত্বকের এক্সফোলিয়েশন খুব ভাল হয়। ২-৩ মিনিটের জন্য আলতো করে স্ক্রাব স্করুন ও ঠান্ডা জল দিয়ে ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

ফেস ম্যাসাজ ক্রিম: ম্যাসাজ করা কখনও এড়িয়ে যাবেন না। কারণ ভাল ফেসিয়ালের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপই হল এই ম্যাসাজ। ফেস ক্রিম প্রস্তুত করতে লাগবে অ্যালোভেরা জেল, কয়েক ফেঁটা লেবুর রস ও অলিভ অয়েল। তিনটি উপকরণ ব্লেন্ড করে একটি ম্যাসাজ প্যাক তৈরি করুন। এবার মুখের উপর ঢেলে প্রায় ১০ মিনিটের জন্য ম্যাসাজ করুন। নরম টিস্যু বা তোয়ালে দিয়ে মুখের মধ্যে লেপে থাকা পাকটি তুলে ফেলুন।

ফেস মাস্ক- গোল্ড ফেসিয়ালের তিনটি ধাপের পর এবার চাই পুষ্টিকর একটি ভাল ও প্রাকৃতিক ফেস মাস্ক। এটি প্রস্তুত করার জন্য চাই অল্প পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, বেসন, দুধ ও কয়েক ফেঁটা গোলাপ জল। দিতে পারেন মধুও। এবার এই উপকরণগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার ফেস মাস্কটি মুখের মধ্যে প্রয়োগ করে প্রায় ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। তারপর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বক হলে মধু ব্যবহার করবেন না। বাড়িতে বসেই যদি গোল্ড ফেসিয়াল করতে চান, তাহলে প্রতি মাসে বা প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার করুন। তাহলেই দেখবেন ত্বকের মধ্যে উজ্জ্বল টোন অনুভব হবে। ব্যয়বহুল পণ্যের জন্য আর টাকা খসাতে হবে না। শুধু টাকা খরচই নয়, পার্লারের বা স্পাগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্টও করতে হবে না।

গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবেন ম্যাজিক মাশরুমে

গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবেন? ভরসা ম্যাজিক মাশরুমভারাক্রান্ত মনে জাঁকিয়ে বসেছে অবসাদ। পৃথিবীতে কিছুই আর ভালো লাগছে না। বিনা কারণে পেয়ে বসেছে একরাশ বিরক্তি। নতুন কোনো ইচ্ছে নেই, নেই কোনো উদ্যম। মনোবিদের পরামর্শেও কোনো লাভ হচ্ছে না। এমন সময় কাজে লাগতে পারে কেবল মাশরুমের জাদু। যেমন-তেমন মাশরুম নয় এ হচ্ছে ম্যাজিক মাশরুম।

গোমড়া মুখে হাসি ফোটাতে এটাই গবেষক-চিকিতকদের নতুন অস্ত্র। সম্প্রতি ব্রিটেনের ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই ম্যাজিক মাশরুমের কাহিনি। যার সামান্য সেবনেই মানসিক অবসাদগ্রস্ত মানুষের মুখে ফুটছে হাসি। যা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থেকেও যাচ্ছে। কীভাবে, কোথায় এই মাশরুম তৈরি হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি।

তবে গবেষকদের দাবি, মানসিক অবসাদের যে সমস্ত মামলায় ডাক্তাররা পর্যন্ত হার মেনে নিয়েছেন এমন কিছু মনোরোগীর মুখেও হাসি ফুটিয়েছে এই ম্যাজিক মাশরুম। এর প্রভাব প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে রোগীদের মধ্যে বেশ ভালো সাড়া দেখা গেছে। অনেকে জানিয়েছেন, ম্যাজিক মাশরুম খাওয়ার পর তাঁদের মনে হয়েছে যেন মাথার ভেতরটা কেউ পরিষ্কার করে দিল। কেউ কেউ একে কম্পিউটার রিবুট করার সঙ্গেও তুলনা করেছেন।

প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির নিয়মেই তৈরি হয় এই মাশরুম। গবেষকদের দাবি এতে এমন সাইকোঅ্যাক্টিভ যৌগ রয়েছে যা মস্তিষ্কে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এর প্রভাব টের পাওয়া যায়। তবে গবেষকদের মতে পুরো বিষয়টি এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই রয়েছে। এর পার্শ প্রতিক্রিয়া থাকার সম্ভাবনাও প্রবল। তা ছাড়া এর প্রভাব সাময়িক। সময় পেরিয়ে গেলই প্রভাব কমতে থাকে। দ্বিতীয়বার এর প্রয়োগ করলে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও হতে পারে।

রুটি-মাংস আর স্যালাডেই কমবে সুগার

ঘরে ঘরে এখন জাঁকিয়ে বসেছে সুগারের সমস্যা। বিশ্বজুড়েই নিঃশব্দে থাবা বসাচ্ছে ডায়াবেটিস। যদিও এই ডায়াবেটিসের প্রকৃত কারণ এবং চিকিতা পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। নিয়ম মেনে ওষুধ খেয়ে সুগার বশে রাখা যায় মাত্র। সারা জীবনের মত কমিয়ে ফেলা বা ডায়াবেটিস মুক্ত হওয়া যায় না। অগ্ন্যাশয় থেকে তৈরি হয় ইনসুলিন হরমোন।

যখন সেই হরমোন কম পরিমাণে উতন্ন হয় বা একেবারেই তৈরি হয় না তখনই রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। অনেকের জন্মগত ভাবেই এই সমস্যা থাকে। তারা টাইপ ১ ডায়াবেটিসের শিকার। রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। হার্ট, চোখ, কিডনি এবং স্নায়ুর সমস্যা হয় সবচাইতে বেশি। মাত্রাতিরিক্ত সুগারে কিডনি বিকল পর্যন্ত করে দিতে পারে। আর তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল খাবার। আজকাল টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করা, কোনও রকম শরীরচর্চা না করা, মাত্রাতিরিক্ত কফি খাওয়া, হাই ক্যালোরির খাবার বেশি খাওয়া, জাঙ্ক ফুড অত্যধিক পরিমাণে খেলে সেখান থেকেই সুগার বেড়ে যাওয়ার মত সমস্যা হয়। আর তাই প্রথমেই রাশ টানতে হবে রোজকারের খাবারে। সঙ্গে মেনে চলতে হবে কঠোর জীবনযাত্রাও। রোজ নিয়ম করে শরীরচর্চা, ঘড়ি ধরে খাওয়া-দাওয়া, অতিরিক্ত চিনি না খাওয়া, ঠাণ্ডা পানীয় এড়িয়ে চলা এসব করতেই হবে। পাশাপাশি আরও যা কিছু খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদরা। বিশেষত ডিনারে এই পরামর্শ মানতে পারলে ফল পাবেনই।

রুটি— রুটির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। এছাড়াও থাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, খনিজ। আর তাই রাতে রুটি খাওয়ারই পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। মাল্টিগ্রেন আটা ব্যবহার করতে পারলে সবচাইতে ভাল। নইলে আটার সঙ্গে ওটসের গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে রুটি বানান। তবে ২ টো রুটির বেশি কিন্তু নয়। রুমালি রুটি, নান, তন্দুরি এসব এড়িয়ে চলুন।

মাছ বা মাংস- মাছ খেলে ছোট এক পিস বা মাংস কেলে ২ পিস খেতে পারেন। গ্রিলড ফিশ হলে সবচাইতে ভাল। মাছ ভাজা খাবেন না। চাইলে ভেজে হালকা ঝোল বানিয়ে খেতে পারেন। চিকেনের সবজি দিয়ে স্ট্যু বানিয়ে নিন। বা খুব হালকা রান্না করুন। মাংস যাতে সুসিদ্ধ হয় সেদিকেও খেয়াল রাখুন।

একবাটি সবজি খান- হাজর, বিনস, ব্রকোলি, ক্যাপসিকাম এসব সিদ্ধ করে খেতে পারেন। নইলে সুগারের রোগীরা একবাটি করে সামান্য তেল দোয়া সবজির তরকারি খান। পুঁই শাক এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল। গাজর, কুমড়ো, পটল, ঝিঙে এসব খেতেই পারেন। স্যালাড- রাতে হোক বা দুপুরে একবাটি স্যালাড কিন্তু অবশ্যই খাবেন। শসা, পেঁয়াজ, টমেটো, লেবু দিয়ে বানিয়ে নিলেই চলবে। একবাটি ভর্তি স্যালাড যেমন খেতে ভাল লাগে তেমনই অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেটও ভরা থাকে। এই ডায়েট মানলে ওজন কমে আর ডায়াবেটিসও থাকে নিয়ন্ত্রণে।

কি ড্রাগন ফলের উপকার কি জানেন

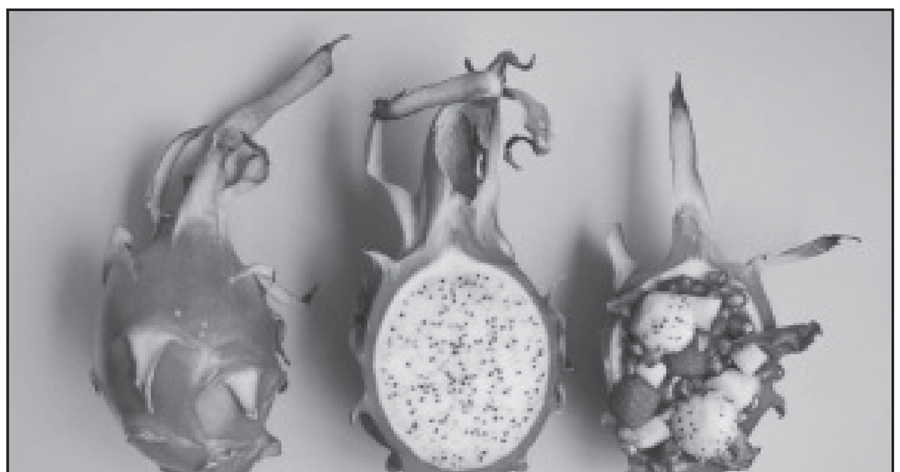

বিদেশি ফল হলেও দ্রুতই আমাদের দেশে পরিচিতি লাভ করেছে ড্রাগন। এটি আসলে এক ধরনের ক্যাকটাস ভিত্তিক ফল। ড্রাগন ফল খনিজ, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এটি আমাদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সেইসঙ্গে কমায় ক্যান্সারের ঝুঁকিও। আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু এই ফলের চাহিদা আমাদের দেশে বেড়েই চলেছে। ফলটি কেটে খাওয়ার পাশাপাশি স্মুদি, মিল্কশেক, সালাদ ইত্যাদি তৈরি করেও খেতে পারেন। জেনে নিন ড্রাগন ফলের উপকারিতা- ড্রাগনের পুষ্টি ড্রাগন ফলে ক্যালোরি থাকে অনেক কম। এতে থাকে পর্যাপ্ত ডায়েটরি ফাইবার। এক কাপ ড্রাগন ফলে থাকে ১৩৬ ক্যালোরি, ৩ গ্রাম প্রোটিন, ৭ গ্রাম ফাইবার, আয়রনের মাত্রা ৮ শতাংশ, ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা ১৮ শতাংশ, ভিটামিন-সি এর মাত্রা ৯ শতাংশ, ভিটামিন-ই এর মাত্রা ৪ শতাংশ এবং ফ্যাট একেবারে থাকেই না। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ড্রাগন হলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল। এতে রয়েছে ফ্ল্যাভোনয়েড, ফেনোলিক অ্যাসিড এবং বিটাসায়ানিন এর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে। এসব প্রাকৃতিক উপাদানগু আমাদের কোষগুলোকে ফ্রি ব্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করে। এটি ক্যান্সার এবং অকালে বুড়িয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা থেকে বাঁচায়। ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় ড্রাগন ফল ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমাতে কাজ করে। এতে থাকে পর্যাপ্ত ফাইবার, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। নিয়মিত ড্রাগন ফল খেলে ডায়াবেটিস থেকে দূরে থাকা যায়। তাই যারা এ ধরনের ঝুঁকিতে আছেন, নিয়মিত ড্রাগন ফল খেতে পারেন। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় নিয়মিত ড্রাগন ফল খেলে তা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে কাজ করে। কারণ এতে আছে ক্যান্সারবিরোধী উপাদান। বিশেষ করে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে কাজ করে এই ফল। ড্রাগন ফলে থাকে প্রচুর ভিটামিন সি। তাই এই ফল খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে দ্রুত। এটি ক্যান্সার ছাড়াও আলঝাইমার্স, পারকিনসন, ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকি কমায়। হজমের জন্য উপকারী হজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী হলো ড্রাগন ফল। এটি আমাদের শরীরের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যে কারণে হজম ক্ষমতাও ভালো হয়। এটি ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়াতে পরিপাকতন্ত্র ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাই হজমশক্তি ভালো রাখতে চাইলে নিয়মিত ড্রাগন ফল খাওয়া দরকার।

নিয়মিত মুড়ি খেলেই আপনার শরীরে মিলবে অনেক উপকার

প্রথমেই বলে রাখি, এটা সকলেই জানেন মুড়ি অ্যাসিডটি রোধ করে। শরীরে যাদের হজমের সমস্যা রয়েছে, যাদের অ্যাসিডিটি হয়, তাদের ক্ষেত্রে মুড়ি খুবই উপকারী। তাই নিয়মিত মুড়ি খেলে অ্যাসিডিটি কমবে।

পেটের সমস্যায় শুকনো মুড়ি কিংবা ভেজা মুড়ি খেলে তাতণিক উপকার পাওয়া যায়। মুড়িতে ভিটামিন বি ও প্রচুর পরিমাণে মিনারেল থাকায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। মুড়ি চিবিয়ে খেতে হয়। এর ফলে দাঁত ও মাড়ির একটা ব্যায়াম হয়। নিয়মিত মুড়ি খেলে দাঁত ও মাড়ি ভাল থাকে। কারণ, মুড়িতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ফাইবার, যা হাড় শক্ত করে। এছাড়া মুড়িতে রয়েছে শর্করা, যা প্রতিদিনের কাজে শক্তি যোগান দেয়।

কম ক্যালরির খাবার খাবেন, আবার পেটও ভরবে, যদি এমনই আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে মুড়ি খেতে পারেন। সারাদিন, বাড়িতে, অফিসে যখনই হাল্কা ক্ষুধা পাবে, তখন মুড়ি খেয়ে নিলে ক্ষুধা মিটবে, ক্ষতিও হবে না।

যাদের পেটের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে মুড়ি বিশেষ উপকারি। এছাড়া মুড়িতে সোডিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে। যারা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন, তারা মুড়ি খেতে পারেন।

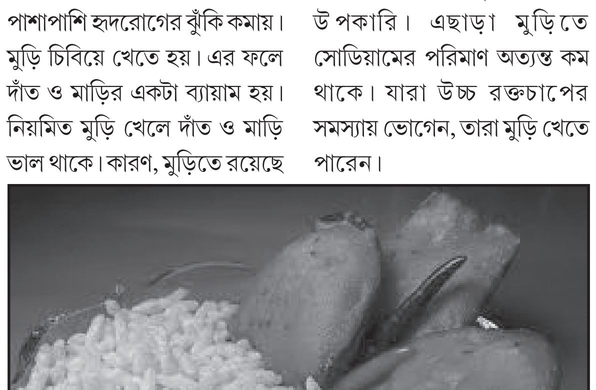

বর্ষাকালে দই খেয়ে শরীরের ক্ষতি করছেন না তো?

দইয়ে পুষ্টিগুণ সকলেরই জানা। যারা মেদ ঝরাতে ডায়েটিং করছেন তাদের রোজকার পাতে তো দই অপিহার্য। কিন্তু এখন তো বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। বাড়ির বয়স্ক সদস্য, দিদিমা-ঠাকুমারা বলেন শ্রাবণ মাসে বা বর্ষাকালে দই খেতে নেই। সত্যি কি তাই? কী বলছে আয়ুর্বেদ?

দইয়ে রয়েছে ক্যালশিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিন। পুষ্টিগুণও বেশ বেশি। কিন্তু বর্ষাকালে দই খাওয়া নিয়ে মতান্তর রয়েছে। আয়ুর্বেদ বলছে, শ্রাবণ মাসে দই খাওয়া উচিৎ নয়। কারণ, ভরা বর্ষায় পিত্ত, বাত এবং পেট সংক্রান্ত সমস্যা বাড়ে। আর দইয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দেহের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় দই খেলে একাধিক শারীরিক সমস্যা বাড়ার আশঙ্কাও থাকে। যেমন-গলাব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, হজমের সমস্যা হতে পারে। যাদের সাইনাসের সমস্যা রয়েছে তাদেরও এই সময় দই খেতে নিষেধ করেন পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা। যদিও আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। বর্ষায় হজমের সমস্যা হয়। দই অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। চিকিৎসকরা বলছে, দই স্বাস্থ্যকর খাদ্য। কিন্তু সব খাবারের সঙ্গে দই খাওয়া চলে না। দইয়ের ভুল সঙ্গী নির্বাচনের ফলে উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশি। তাই দই খাওয়ার সঠিক উপায় জেনে নেওয়া প্রয়োজন। জানেন কীভাবে খাবেন দই? পুষ্টিবিদরা বলছেন, বর্ষাকালে দই খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। শুকনো খোলায় ভেজে নেওয়া জিরে গুঁড়ো,

গোলমরিচ এবং বিট নুন দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পরে আরও কিছুটা নুন মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে দই। এই মিশ্রণ একদিকে যেমন ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সক্ষম, তেমনই হজম ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। ঝটপট সারিয়ে ফেলে গলা ধরার সমস্যাও। তবে বর্ষাকালে অনেকদিনের পুরনো দইয়ের চেয়ে তাজা দই খাওয়াই উপযুক্ত। দইয়ের সঙ্গে বাদাম, ড্রাই ফ্রুটস মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

শসার গুণেই মুক্তি পাবেন ত্বকের নানা সমস্যা থেকে

শসা এমন একটি ফল যা আমাদের ত্বক ও স্বাস্থ্য, উভয়েরই উপকার করে। ত্বকের নানান সমস্যা দূর করে এই কম ক্যালোরি ও ফাইবার সমৃদ্ধ ফলটি। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। শসা ত্বককে নরম রাখতে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে, ত্বককে ভেতর থেকে সতেজ ও টানটান রাখতে বেশ সাহায্য করে।

এখন সব সময়ই বাজারে শসা পাওয়া যায়। যে কারণে সকলের বাড়িতেই সারা বছর শসা মজুত থাকে। এই শসা দিয়েই তৈরি করতে পারেন ফেস প্যাক, যা আপনার ত্বকে পুষ্টি যোগাবে এবং ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফেরাবে।

অ্যালোভেরা এবং শসা

এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১/৪ গ্রেট করা শসা মেশান ভাল করে। এই মিশ্রণটি মুখ এবং গলায় লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বককে পুনরুজ্জীবিত এবং উজ্জ্বল করে তুলবে।

আমন্ড এবং শসা

এক টেবিল চামচ আমন্ড বাটার এবং ২-৩ টুকরো শসা মিক্সিতে দিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করে নিন। প্যাকটি মুখে ও গলায় লাগিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন। এই শসার ফেস প্যাক শুষ্ক ত্বকের জন্য আদর্শ।

বেসন এবং শসা

২ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ২-৩ টেবিল চামচ শসার রস মিশিয়ে নিন। প্যাকটি মুখ ও গলায় সমানভাবে লাগিয়ে শুকোতে দিন। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক উজ্জ্বল করে তোলে এই ফেস মাস্ক। শসার খোসা ছাড়িয়ে পাকা টমেটোর সঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এই পেস্টটি মুখ ও গলায় ভাল করে লাগিয়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। তারপর ১৫ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। শসার এই ফেস প্যাক ত্বক উজ্জ্বল করে তুলবে। মুলতানি মাটি এবং শসা ২ টেবিল চামচ শসার রস, ১ টেবিল চামচ গোলাপ জল এবং ১-২ টেবিল চামচ মুলতানি মাটি একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বকের ময়লা দূর করে এবং ব্রণ কমায়। অয়েলি স্কিনের জন্য এই প্যাক উপযুক্ত।লেবু এবং শসা শসার রসের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে মুখে ও গলায় লাগান ভাল করে। ১৫ মিনিট রাখার পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের অতিরিক্ত তেল উতাদন নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং ট্যানও দূর হবে।

ধারা বর্ষণের জের, বন্যার কবলে করিমগঞ্জ জেলা সদর শহর সহ মফসসল অঞ্চল

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : ধারা বর্ষণের জেরে বন্যার কবলে পড়েছে করিমগঞ্জ জেলা সদর সহ মফসসল অঞ্চল। জেলা সদরের অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন। শহরের ব্রজেন্দ্র রোড, মদনমোহন রোড, স্টিমারঘাট রোড, মিশন রোড প্রভৃতি এলাকা সম্পূর্ণ জলের তলায়। এলাকার প্রত্যেক বাসগৃহে জল প্রবেশ করেছে। জলমগ্ন করিমগঞ্জ শহর আবারও বিজেপি পরিচালিত পুরসভার ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে সামাজিক মাধ্যমে শহরের জল থইথই ছবি ভাইরাল হতে থাকে। জেলার প্রাণকেন্দ্রের এমন দুরবস্থা নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। শহরবাসীর জন্য ইতিমধ্যে ত্রাণ শিবির খুলে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

চরাকুড়ি সহ কুশিয়ারা নদীঘেঁষা বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে গেছে। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ।

এদিকে লঙ্গাই নদীর জলে উমাপতি, সুপ্রাকান্দি, বেতাইল ইত্যাদি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ওইসব এলাকার মানুষ শহরের বিরজাসুন্দরী স্কুল, শ্রীভূমি বিদ্যালয়, ডিআইসি কার্যালয়ের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে ওই সব কেন্দ্রে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে অনেক গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

উত্তর করিমগঞ্জের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সুতারকান্দি, কলিমা, নলুয়া, জারুয়া, উলুকান্দি, মানিককোণা, লাফাশাইল, লাউটিকরপার, মুকুন্দপুর, মারেরা প্রভৃতি গ্রাম জলের তলায়।

অন্যদিকে রামকৃষ্ণনগর রাজস্ব সার্কলের অন্তর্গত বাজারঘাট, নগেন্দ্রনগর, বরুয়ালা, বসন্তপুর, নালারপার, সিংলারপার, কৃষ্ণনগর, পশ্চিম বরুয়ালা গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে। ওইসব এলাকার মানুষের বাসস্থানে জল প্রবেশ করে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মুম্বইয়ে সেবি-র দফতরের বাইরে বিক্ষোভ তৃণমূলের, সঙ্গে শরদ-উদ্ধবের দল

মুম্বই, ১৮ জুন (হি. স.): শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির অভিযোগে মঙ্গলবার শরদ পাওয়ারের এনসিপি এবং উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার সাংসদদের নিয়ে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি-র দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূল।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের বুথ ফেরত সমীক্ষা এবং ফলপ্রকাশের পর শেয়ার বাজারে যে চরম উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছে বিনিয়োগকারীরা, তা নিয়ে বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানিয়ে আগেই সেবি-কে চিঠি লিখেছিল তৃণমূল। মঙ্গলবার সেবি-র দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় তারা।

পাওয়ারের এনসিপি এবং উদ্ধবের শিবসেনার সাংসদের সঙ্গে নিয়ে সেবি-র দফতরের বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে তৃণমূল। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ইন্ডি জোটের দুই শরিককে নিয়ে সেবি-র কাছে তৃণমূল যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলের একাংশ এটিকে ইন্ডি জোটের মধ্যে আরেকটি জোট বলেই ব্যাখা করছে।

হাফলঙে রবিবারের বদলে প্রত্যেক সোমবার বাজারহাট

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ পুরপর্ষদকে পুনর্বিবেচনার দাবি জেলা কংগ্রেসের

হাফলং (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর শহর হাফলঙে রবিবারের বদলে প্রত্যেক সোমবার বাজারহাট, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হাফলং পুরপর্ষদের জারিকৃত নির্দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে। গত ১৫ জুন এ ব্যাপারে এক নির্দেশিকা জারি করেছিল হাফলং পুরপর্ষদ। ওই নির্দেশিকায় সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। হাফলং পুরপর্ষদের এই নির্দেশের তীব্র বিরোধিতা করে সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সরব হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার হাফলং রাজীব ভবনে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি কালিজয় সেঙ্গইয়ং এক সাংবাদিক সম্মেলন করে হাফলং পুরপর্ষদের এই নির্দেশের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি রবিবারের বদলে সোমবার হাফলঙে বাজারহাট ও সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করতে হাফলং পুরপর্ষদ কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানান। কালিজয় সেঙ্গইয়ং বলেন, রবিবারের বদলে যদি সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন বাজারহাট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, তা-হলে অফিস-আদালতে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ সহ গ্রামঞ্চল থেকে বিভিন্ন কাজে আগত মানুষজনকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হবে। তাই বাজারহাট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি রবিবার বন্ধ রাখা উচিত। তিনি বলেন, বর্তমানে হাফলঙে সাপ্তাহিক হাটবার হচ্ছে শনি ও রবিবার। তবে এই সাপ্তাহিক হাটবার বুধ ও শনিবার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি কালিজয়।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে কালিজয় সেঙ্গইয়ঙের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস নেতা অবাস্টিং পাচুয়াং, অরিপম বড়ো প্রমুখ।

বিরল রোগের শিকার অলকা ইয়াগনিক, শ্রবণশক্তি হারালেন গায়িকা

মুম্বই, ১৮ জুন (হি.স.): বিরল এক রোগের শিকার হলেন গায়িকা অলকা ইয়াগনিক। গায়িকা জানিয়েছেন, তিনি শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন। তিনি কোনও কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। আপাতত চিকিৎসাধীন রয়েছেন গায়িকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই একথা জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার রাতে শ্রবণশক্তি হারানোর খবর তিনি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সকলকে এও সতর্ক করে জানিয়েছেন, শ্রবণশক্তি আচমকা হারিয়ে ফেললে জীবন কতটা দুর্বিষহ হতে পারে, সেটা তিনি উপলব্ধি করলেন। সেই জায়গা থেকেই তাঁর অনুরোধ, সারাক্ষণ কানে হেডফোন দিয়ে চড়া স্বরে গান না শোনাই ভাল। এতেও শ্রবণক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কয়েক সপ্তাহ আগে আচমকা এক দিন বিমান থেকে নেমে দেখেন, তিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না! গায়িকা এতে ভয়ই পেয়ে যান। ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে তিনি যোগাযোগ করেন চিকিৎসকের সঙ্গে। চিকিৎসক তাঁকে জানিয়েছেন, অলকা বিরল স্নায়ুজনিত রোগে আক্রান্ত। অনেক সময় অচেনা জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে শরীর প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। যার সাময়িক প্রভাব অন্য প্রত্যঙ্গে পড়তে পারে। গায়িকার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনায় বুধে তদন্তে নামবে রেল, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ১০

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স.): কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের (এনজেপি) রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়ল। পুলিশ সূত্রে খবর, এক জন যাত্রী এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। সোমবার রাতেই জিআরপিএসের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। রেল পুলিশের পাশাপাশি রেলের তরফেও ঘটনার তদন্ত করা হবে। উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য সুরক্ষা কমিশনার জনককুমার গর্গের তত্ত্বাবধানে এই তদন্ত হবে। বুধবার অর্থাৎ ১৯ জুন থেকে এই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সাধারণ মানুষের কাছে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত কোনও তথ্য থাকলে তাঁরা তা তদন্ত কমিশনের কাছে জানাতে পারবেন বলে জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব রেল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এডিআরএম (অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার)-এর অফিসে এই কমিশন বসবে। এ ছাড়াও সুরক্ষা কমিশনারকে সরাসরি চিঠি পাঠিয়েও এই দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা যেতে পারে বলেও জানিয়েছে রেল।

এদিকে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। মঙ্গলবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিন ডঃ সন্দীপ কুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, 'গতকাল ৩৭ জনকে ভর্তি করা হয়েছিল, দু''জনের অবস্থা খারাপ ছিল না, তাই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দু''জনের অবস্থা গুরুতর, দুর্ভাগ্যবশত, আমরা তাঁদের বাঁচাতে পারিনি এবং দু''জনেই মঙ্গলবার মারা গেছেন।

যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবার শ্রীনগরে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতেই প্রস্তুতি শুরু

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২০ জুন জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে যাচ্ছেন। শ্রীনগরে রাত্রিযাপন করার পর, পরবর্তী দিন ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এ বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে। মঙ্গলবার আয়ুষ সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা জানিয়েছেন, এ বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান হবে শ্রীনগরে, এবারের থিম ""'যোগা ফর সেলফ এন্ড সোসাইটি""'।

আয়ুষ সচিব আরও জানান, ভারত গত ১০ বছর ধরে যোগ-এর নেতৃত্ব দিচ্ছে। যোগ দিবস সারা বিশ্ব জুড়ে একটি বৃহৎ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। যোগ শুধুমাত্র একটি উদযাপনই নয়, বরং আচরণের পরিবর্তন আনার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা যাতে লোকজন নিজেদের জীবনে যোগব্যায়াম গ্রহণ করে এবং যোগের সুবিধা গ্রহণ করছেন।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী ২০ জুন শ্রীনগরে এসে পৌঁছবেন। রাত্রিযাপন করার পর পরবর্তী দিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহার নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতির জন্য উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

নিট-ইউজি ইস্যুতে প্রতিবাদ এএপি-র, সৌরভ বললেন এটা ২৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের বিষয়

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে মঙ্গলবার দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)। মঙ্গলবার সকালে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এএপি নেতা সৌরভ ভরদ্বাজও।

নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে সৌরভ বলেছেন, 'এটি ২৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের বিষয়। সরকারের উচিত ব্যবস্থা নেওয়া এবং তদন্ত করা। আমি মনে করি সাংসদদের এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত।'

উল্লেখ্য, নিট-ইউজি ২০২৪ পরীক্ষা ইস্যুতে কেন্দ্র ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি কেন্দ্র ও এনটিএ-র কাছে জবাবও চেয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, যদি কারও তরফে ০.০০১ শতাংশ গাফিলতি থেকে থাকে, তাহলে তা গভীর ভাবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বাবা-মা চিকিৎসাধীন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু মালদার ছোট্ট স্নেহার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন (হি.স.): কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার ছোট্ট স্নেহার। মঙ্গলবার স্নেহার মৃত্যুর পর এই ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। মঙ্গলবার সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মারা গেল ছ'বছরের শিশু। তার বাবা-মাও হাসপাতালে ভর্তি।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির নাম স্নেহা মণ্ডল। মালদার বাসিন্দা। সোমবার সে বাবা-মায়ের সঙ্গে সওয়ার ছিল আগরতলা থেকে কলকাতাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে। সেই ট্রেনটিকেই সোমবার সকালে ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি স্টেশনের কাছে পিছন থেকে ধাক্কা দেয় মালগাড়ি। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের চারটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত দু'টি কামরা মালবাহী। আহত হয়েছেন ৪০ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন রেলের দুই কর্মী।

শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি শরদের বাড়িতে বৈঠক, উপস্থিত তৃণমূলের তিন সাংসদ

মুম্বই, ১৮ জুন (হি.স.): শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি নিয়ে সেবি চেয়ারম্যানকে অভিযোগ জানাবেন বিরোধীরা। তার আগে মঙ্গলবার শরদ পওয়ারের বাসভবনে বৈঠকে বসলেন তৃণমূল, উদ্ধবপন্থী শিবসেনা এবং এনসিপি শরদের সাংসদরা। তৃণমূলের তরফে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখলে।

শরদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলেও ছিলেন বৈঠকে। যোগ দিয়েছিলেন উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার অন্যতম নেতা অরবিন্দ সাওয়ান্তও। শরদ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন, 'তৃণমূলের সাংসদেরা এসেছিলেন। বুথফেরত সমীক্ষার পর্বে শেয়ার বাজারকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল তা নিয়ে তদন্তের জন্য সেবির কাছে দাবি জানানো হবে। তৃণমূল যে দাবি তুলেছে তার সঙ্গে আমি একমত।' তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ অবশ্য এখনই ওই বিষয়ে খোলাখুলি কিছু বলতে চাননি।

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা বানালেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

নৈনিতাল, ১৮ জুন (হি. স.): বিভিন্নভাবে জনসংযোগ করে থাকেন একেকজন রাজনৈতিক নেতা। এবার রাস্তায় চা তৈরি করে জনসংযোগ করতে দেখা গেল উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে।

মঙ্গলবার সকাল সকাল প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নৈনিতালে স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপন করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চায়ের দোকানে চা বানালেন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললেন। শুনলেন তাঁদের দুঃখ দুর্দশার কথা।

পাটনা ও জয়পুর বিমানবন্দরে বোমা-হুমকি, আঁটোসাঁটো করা হল নিরাপত্তা

পাটনা ও জয়পুর, ১৮ জুন (হি.স.): বোমা হুমকি সংক্রান্ত ইমেল পেল বিহারের পাটনা বিমানবন্দর। একই ধরনের হুমকি মেল পেয়েছে রাজস্থানের জয়পুর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও। এই হুমকি মেল পাওয়ার পরই পাটনা ও জয়পুর বিমানবন্দরে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা।

দুই বিমানবন্দর সূত্রের খবর, মঙ্গলবার হুমকি মেল পায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এরপরই পাটনা ও জয়পুর বিমানবন্দরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়। তল্লাশি চালানো হয় বিমানবন্দরে।

মত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া গাড়ি দিয়ে পিষলো ফুটপাতে থাকা পরিবারকে, মৃত দুই

নাগপুর, ১৮ জুন (হি. স.): মত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার গাড়ির ধাক্কায় সব শেষ। সোমবার গভীর রাতে অন্যান্যদিনের মতো ফুটপাতেই ঘুমিয়েছিল একটি পরিবার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়ে একটি গাড়ি। গাড়ির চাকায় পিষে মৃত্যু হয় দু''জনের। আহত হয়েছেন ৪ শিশু-সহ ৭ জন। ঘটনাটি ঘটেছে নাগপুরের দিঘোরি এলাকায়।

জানা গেছে, নিহতদের নাম কান্তিবাই গজোদ বাগদিয়া (৪২) এবং সীতারাম বাবুলাল বাগদিয়া (৩০)। আহত হয়েছেন কবিতা সীতারাম বাগদিয়া (২৮), বলকু সীতারাম বাগদিয়া (৮), হাসিনা সীতারাম বাগদিয়া (৩), সকিনা সীতারাম বাগদিয়া (২) , হনুমান খাজোদ বাগদিয়া (৩৫) এবং বিক্রম ভূষা হনুমান বাগদিয়া (১০)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অক্ষত অবস্থায় রয়েছেন পরিবারের একমাত্র সদস্য বাবুলাল বাগদিয়া (৩৪)। পুলিশ জানিয়েছে, মত্ত অবস্থায় এই ঘটনা ঘটিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া।

ভোট-পরবর্তী হিংসা : কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য সরকার

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স.): লোকসভা ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য সরকার। বিচারপতি কৌশিক চন্দর ডিভিশন বেঞ্চের ৬ জুনের নির্দেশের প্রেক্ষিতে জমা পড়ল রিপোর্ট। ৬ জুন কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে ই-মেল করে অভিযোগ জানাতে পারবেন আক্রান্তরা। অভিযোগ খতিয়ে দেখে এফআইআর করার নির্দেশ দেয় আদালত। রাজ্য সরকারের জমা দেওয়া রিপোর্টে ৬ থেকে ১২ জুন পর্যন্ত ৫৬০টি অভিযোগ জমা পড়ার উল্লেখ রয়েছে।

এর মধ্যে ১০৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছে, জানিয়েছে রাজ্য সরকার। রিপোর্টে উল্লেখ, ৯২টি অভিযোগের ক্ষেত্রে ধর্তব্যযোগ্য অপরাধ পাওয়া যায়নি। ১১৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে কোনও অপরাধ খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং ১৮টি অভিযোগ ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, রিপোর্টে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

নানা পাটোলের কাদা পা ধুয়ে দিলেন এক কংগ্রেস কর্মী, তুঙ্গে বিতর্ক

মুম্বই, ১৮ জুন (হি.স.): বিতর্কে জড়ালেন মহারাষ্ট্রের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে। নানা পাটোলের কাদা পা ধুয়ে দিলেন এক কংগ্রেস কর্মী, এমনই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কে জড়ালেন নানা। সোমবারের ঘটনা, একটি ছবিতে দেখা যায়, নানা বসে আছেন গাড়িতে এবং তাঁর পা ধুয়ে দেন এক কংগ্রেস কর্মী। বিতর্ক মাথাচাড়া দিতেই এ বিষয়ে মুখ খুললেন নানা পাটোলে নিজেই। তিনি মঙ্গলবার বলেছেন, 'আমি গতকালের ঘটনা গোপন করছি না। কর্মী জল ঢালছিলেন (আমার পায়ে)। কল ছিল না - ""'হর ঘর মে নল, হর ঘর মে জল""', নইলে কলের জল ব্যবহার করতাম।'

তিনসুকিয়ায় গাড়ির ভিতরে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ, অতিমাত্রায় মাদক নেওয়ার সন্দেহ

তিনসুকিয়া (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়ায় একটি গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে জনৈক যুবকের মৃতদেহ। নিহত যুবককে জাগুনের বাসিন্দা বিপ্লব দেউরি বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। তার মৃত্যুর জন্য অতিমাত্রায় মাদক নেওয়ার সন্দেহ করা হচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার তিনসুকিয়া শহরে মিশনপাড়ায় রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সামনে পার্ক করা অরুণাচল প্রদেশের রেজিস্ট্রিকৃত এআর ১২ ৩৪৭১ নম্বরের একটি চার চাকার গাড়ির ভিতরে বিপ্লব দেউরির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গাড়ির ভেতরে লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে যুবকের মৃত্যুদেহের ময়না তদন্ত করতে সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে গাড়িটিকে নিজেদের জিম্মায় নিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, অতিরিক্ত মাদক নেওয়ায় বিপ্লবের মৃত্যু হতে পারে, কারণ পারিপার্শিক পরিস্থিতি সেদিকে ইঙ্গিত করছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার বলেন, গাড়ির ভিতরে মৃতদেহের কাছে একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে। ব্যাগ থেকে মাদকদ্রব্য সহ একটি সিরিঞ্জ উদ্ধার হওয়ায় এই সন্দেহ হচ্ছে।

হাইলাকান্দিতে বন্যার জলে পড়ে মৃত্যু ব্যক্তির, ভাসছে শিরিসপুরের বহু বসতবাড়ি, স্কুল, পুলিশ ফাঁড়ি

হাইলাকান্দি (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে বন্যার জলে পড়ে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। নিহত ব্যক্তিকে জনৈক নিতাই শব্দকর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ঘটনা হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত শিরিসপুরের মোহনটিলা গ্রামে সংঘটিত হয়েছে।

সপ্তাখানেক ধরে গোটা অসমের সঙ্গে হাইলাকান্দি জেলায়ও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন এলাকা বন্যার জলে ভাসছে। জেলার সরসপুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার কবলে পড়েছে। বসতবাড়ির পাশাপাশি বহু বিদ্যালয় এবং পুলিশ ফাঁড়ি ভাসছে বন্যার জলে।

সরসপুর ক্লাস্টারের অধীনে প্রায় ১৩টি বিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে আটটি বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথ জলের তলায় চলে যাওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা যেতে পারছে না। ফলে ওই সব বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে তিনটি বিদ্যালয়ে পাঠদান চললেও দুটি বিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

আশিয়ালি বিলের জলে ডুবে গেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শনবিল এবং হাইলাকান্দি জেলার একমাত্র পূর্ত সড়কও জলমগ্ন। ফলে হাইলাকান্দি জেলার সঙ্গে শনবিল এলাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে হাইলাকান্দির শিরিসপুর পুলিশ ফাঁড়িও জলের ওপর ভাসছে। তাই একটি ক্লাবঘরে অসায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে।

নির্ধারিত দিনে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের পক্ষে সায় ইচাবিলের শ্রমিকুলের

লোয়াইরপোয়া (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : ঘনিয়ে আসছে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ। ইতিমধ্যে চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্থানে স্থানে ঘনিষ্ঠ প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে শুরু হয়েছে নীরব প্রচার।এতে বিভিন্ন বাগান পঞ্চায়েতে দেখা দিয়েছে ফাটলও।

একাংশ রাজনৈতিক নেতাদের পরোক্ষ মদতে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপনের অভিযোগ উঠেছে।শ্রমিকদের স্বার্থে গঠিত শ্রমিক ইউনিয়নে লবিজমের হাতছানিকে অনেকে ভালো নজরে দেখছেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত মে মাসের ৯ তারিখ বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্য্যালয়ে ইচাবিল বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য স্থানীয় রাজু কুর্মি ও উত্তম রবিদাস তাঁদের দুই গ্রুপের মধ্যে মোট ২২ জন সদস্য মনোনয়ন জমা দেন।তখন লোকসভা নির্বাচনী আদর্শ বিধি জারি থাকায় বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে আগামী ২৩ জুন বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ধার্য্য হয়।

এরই মধ্যে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নকে বদনাম করার জন্য জনৈক নেতার ইশারায় একটি গ্রুপের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

বর্তমানে তাঁরা বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাগড়া দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে সোমবার সন্ধ্যায় ইচাবিল বাগানের উত্তম রবিদাস তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানান, তাঁরা নির্ধারিত দিনে বরাক চা শ্রমিক ইউনিময়নের নির্বাচনের পক্ষে। এ ব্যাপারে তাঁরা বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তথা সাংসদ কৃপানাথ মালা, সাধারণ সম্পাদক তথা অসম চা নিগম---এর চেয়ারম্যান রাজদ্বীপ গোয়ালার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

তাঁর কথায়, বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন সময়ে সময়ে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। শ্রমিকদের নানা সমস্যা সহ দৈনিক হাজিরা ২২৮ টাকা করার দাবিতে গত ২২ এপ্রিল, অসম চা নিগম—এর চেয়ারম্যান রাজদ্বীপ গোয়ালা চা নিগম—এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাকেশ আগরওয়ালা সহ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছেন। যা আগামীতে কার্য্যকর হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন উত্তম রবিদাসরা।তাই নির্ধারিত সময়ে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে শ্রমিক ঐক্য মজবুত করতে স্থানীয়রা জেলাশাসক, সার্কল অফিসার সহ বিভাগীয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেছেন।

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত চিফস অফ স্টাফ কমিটির (সিওএসি) বৈঠকে সাইবারস্পেস অপারেশনগুলির জন্য যৌথ মতবাদ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তা আমাকে শক্তি জুগিয়ে চলে উ”

প্রধানমন্ত্রী উন্নত ভারতের প্রধান স্তম্ভ হিসাবে কৃষক, নারীশক্তি, যুবসমাজ এবং দরিদ্রদের প্রতি গুরুত্ব দানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং স্মরণ করেন যে, এজন্য এবার সরকার গঠনের পর সরকারের প্রথম সিদ্ধান্তটি ছিল কৃষক ও দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পিএম আবাস যোজনা বা পিএম কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় ৩ কোটি অতিরিক্ত পরিবারের বিষয়ে এই সিদ্ধান্তগুলি কোটি কোটি মানুষকে সহায়তা করবে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত কৃষকদের এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, কয়েক কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকা জমা হয়েছে। তিনি কৃষি সখী উদ্যোগকে ৩ কোটি ”লাখপতি দিদি” তৈরির দিকে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগ সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলাদের যেমন মর্যাদা দেবে তেমনি নিশ্চিত আয়ের উৎস পাওয়ার নিশ্চয়তা দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পিএম কিষান সম্মান নিধি বিশ্বের বৃহত্তম প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর প্রকল্প হিসাবে পরিণত হয়েছে'। এর অধীনে কোটির অধিক কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখন পর্যন্ত ৩,২৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র বারাণসীর কৃষক পরিবারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে মোট ৭০০ কোটি। প্রধানমন্ত্রী যোগ্য সুবিধাভোগীদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রশংসা করেন এবং বিকাশিত ভারত সংকল্প যাত্রার কর্মসূচিতকেও এর জন্য কৃতিত্ব দেন। কারণ এর মাধ্যমে ১ কোটিরও বেশি কৃষককে পিএম কিষাণ প্রকল্পের আওতায় নাম নথিভুক্ত করানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই যোজনায় কৃষকদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে নিয়ম-কানুন সরলীকরণ করা হয়েছে। শ্রী মোদী আরও বলেন, 'উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস সঠিক জায়গায় থাকলে কৃষক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত কাজ দ্রুত গতিতে হয়। করা সম্ভব হয়'।একবিংশ শতাব্দীতে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করতে কৃষি-বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাল ও তৈলবীজের ক্ষেত্রে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বিশিষ্ট কৃষি রপ্তানিকারক হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই অঞ্চলের স্থানীয় পণ্যগুলি একটি বিশ্ব বাজার খুঁজে পাচ্ছে এবং প্রতিটি জেলায় ”এক জেলা এক পণ্য প্রকল্প” এবং রপ্তানি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিতে জিরো ডিফেক্ট-জিরো এফেক্ট মন্ত্রের উপর জোর দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমার স্বপ্ন হল, সারা বিশ্বের প্রতিটি খাবার টেবিলে যাতে অন্তত একটি ভারতীয় খাদ্য থাকে। তিনি আরও বলেন, কিষাণ সমিতি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বাজরা, ভেষজ পণ্য এবং প্রাকৃতিক চাষকে দত দিতে একটি বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে।অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মহিলাদের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী কৃষিতে তাঁদের গুরুত্ব ও সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁদের অবদান বাড়াতে কৃষির পরিধি সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, একই লক্ষ্যে কৃষি সখী কর্মসূচি ড্রোন দিদি কর্মসূচির মতোই একটি পদক্ষেপ। আশা কর্মী এবং ব্যাঙ্ক সখী হিসাবে মহিলাদের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ এখন কৃষি সখী হিসাবে তাঁদের সক্ষমতা দেখতে পাবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সখী হিসাবে স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীগুলিকে ৩০,০০০ এরও বেশি শংসাপত্র দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, বর্তমানে যে প্রকল্পটি ১১টি রাজ্যে চলছে তা সারা দেশের হাজার হাজার স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত হবে এবং ৩ কোটি লাখপতি দিদি তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।এদিকে, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় আজ দেশের কৃষকদের মধ্যে ১৭তম কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগর ব্লকের কনফারেন্স হলে যুবরাজনগর কৃষি মহকুমা ভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পিএম-কিষাণ যোজনায় ১৭তম কিস্তি প্রদানের অনুষ্ঠানটি বেনারস থেকে সরাসরি সম্পচার করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদবলাল নাথ, যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস, যুবরাজনগর ব্লকের বিডিও দেবপ্রিয়া দাস ও যুবরাজনগর কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক বিজন শর্মা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপির বিশেষ বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের ১০০ বুথে বিজেপির জয়লাভ করেছে।

লোকসভা নির্বাচনের এই ফলাফলের নিরিখেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের কৌশল স্থির করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র। তিনি বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১০০ শতাংশ বুথে বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। যেসব জায়গায় আরো বেশি পরিমাণে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে জন সম্পর্ক করতে হবে, মানুষের কাছে উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে হবে সে সম্পর্কে বিজেপি সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এছাড়াও এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী দিনে বিজেপির বেশ কিছু কর্মসূচির বিবরণ তুলে ধরা হয়। আগামী ২১ জুন থেকে ধারাবাহিকভাবে পক্ষকাল ব্যাপী জেলা ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে প্রদেশ বিজেপি। ২১ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত 'একটি গাছ মায়ের নামে' - কর্মসূচি পালিত হবে। ২৩ জুন বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্ম বলিদান দিবস এবং ৬ জুলাই উনার জন্মদিন। তাই ২১ জুন থেকে পক্ষকাল ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ২১ জুন অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। ২৫জুন পালন করা হবে কালো দিবস। ত্রিশূল প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান বুথ স্তর পর্যন্ত দলীয় কর্মীরা যাতে শুনতে পারেন তার ব্যবস্থা করার কথা রয়েছে।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

সন্দেশখালি এলাকায় আদিবাসী জনজাতিদের বসবাস। অত্যন্ত দরিদ্র সীমার নিচে জীবন যাপন করছেন তারা। বিজেপিকে সমর্থন করায় লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তাদের থেকে পানীয় জল খাওয়ার অধিকারটুকু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। গ্রামের একমাত্র টিউবয়েলে বসে থাকে তৃণমূলের গুন্ডারা। এমনই জানালেন বিপ্লব কুমার দেব। গ্রামবাসীদের জল খেতে দেওয়া হচ্ছে না। পুকুর সহ বিভিন্ন নোংরা জল খেয়ে কোনক্রমে দিন যাপন করছেন সন্দেশখালীর সাধারণ নাগরিক। এর বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানালেন বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি আরো বলেন, আদিবাসী জনজাতিদের লাঞ্ছিত করে, দরিদ্র সীমার মানুষদের বাঁচার অধিকার কেড়ে নিয়ে ভারতে বসবাস করা যাবে না। এখানে থাকতে গেলে সংবিধান মেনে চলতে হবে। না হলে ভারতে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে বলে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

পড়ছে রাস্তায়। ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাস্তা। রাস্তায় বড় বড় ফাটলও ধরছে। জলের তীব্রতায় বহু অংশে রাস্তা অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। জলের ধাক্কায় রাস্তার পিচ সরে গিয়ে জল-কাদায় একাকার হয়ে পড়েছে জাতীয় সড়ক। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে বেগতিক হয়ে পড়েছে।

বেহাল দশা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। বছরের শুরুতে বৃষ্টির ফলে সড়ক দুটির দফারফা অবস্থা। সড়কের দুই পাশে জল নিস্কাশনী ডেইন না দিলে সড়ক রক্ষা করা যাবে না বলে ইঞ্জিনিয়ারদের অভিমত।

শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে সড়ক দুটি। কিন্তু বছরের শুরুতেই বৃষ্টিতে সড়ক দুটি বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। এবিষয়ে উনকোটি জেলার জেলা শাসক জানিয়েছেন নির্মানকারী সংস্থা এখনো সড়ক সরকারীভাবে তুলে দেয়নি। সড়ক খারাপ হলে সংস্থা ফের মেরামত করবে। অবিলম্বে সড়কটি পুনরায় মেরামতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এই জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। তাতে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে।

১৪ জেলা

● আটের পাতার পর

বরপেটা জেলায় ১,১০৯ জন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জানা গেছে, এখন পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে করিমগঞ্জ জেলায় ৭২ জন মানুষ এবং পাঁচটি পশুকে নৌকার মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নগাঁও জেলার অন্তর্গত কামপুর রাজস্ব সার্কল এাকায় কপিলি নদী বিপজ্জনকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। কামপুরের প্রায় ১০০৫.৭ হেক্টর কৃষি জমি তলিয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে ৩,১৬৮ জন ১৪টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বন্যার ফলে মানুষ এবং সম্পত্তি উভয়েরই ক্ষতি হয়েছে। ধেমাজি জেলায় ২১টি বড় প্রাণী ভেসে যাওয়ার পাশাপাশি ৬২,১৭৩টি প্রাণীকেও প্রভাবিত করেছে। এগুলির মধ্যে গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বন্যা কবলিত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা, অসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে উদ্ধার অভিযান চলছে।

এলাকা

● প্রথম পাতার পর

কদমতলায় ৭০ এমএম এবং নতুনবাজার ১৬৩.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ১২৯.৮ এমএম এবং কৈলাসহরে ১০২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ৫১.৫ এমএম, কমলপুরে ১৫০.৬ এমএম এবং মনুঘাটে ১০৪.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

বিষধর সাপের উপদ্রব আতঙ্কিত গ্রামবাসী

সুন্দরবন, ১৮ জুন (হি.স.): টানা দুই তিন মাস ধরে প্রচন্ড গরমে সুন্দরবন লাগোয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়েছে বিষাক্ত সাপের উপদ্রব। গরমের মধ্যে নিজের আস্তানা ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকতে শুরু করেছে বিষধর সাপ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গায় রাত্রিতে পথ চলতি লোকের চোখে প্রায়ই বিষাক্ত সাপ চোখে পড়ছে।হিঙ্গলগঞ্জের এক মৎস্যজীবীর জালে চার ফুট লম্বা একটি বিষাক্ত কেউটে সাপ ধরা পড়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে বেশির ভাগই অঞ্চলে বিষাক্ত প্রজাতির কেউটে সাপ সচরাচর লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলবার বন দফতরে খবর দেওয়া হলে অনেক পরে ঘটনাস্থলে এসে তারা সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।এইভাবে প্রচণ্ড গরমের মধ্য দিয়ে লোকালয়ে সাপ ঢুকতে শুরু করেছে তা নিয়ে সুন্দরবনের একাধিক জায়গায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ! তারকেশ্বরে দাদার কান কাটলো ভাই

হুগলি, ১৮ জুন (হি.স.): সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদের জেরে কোদাল দিয়ে দাদার কান কাটলো ভাই। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির তারকেশ্বরের আয়মা পাহাড় পুর এলাকার। আক্রান্ত শেখ সালাউদ্দিনকে উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। আক্রান্ত শেখ সালা উদ্দিনের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে ভাই শেখ শাহাবুদ্দিন এর সাথে অশান্তি চলছে, যা আদালত পর্যন্ত গড়ায়।মামলা তুলে নিতে চাপও দেওয়া হয় শেখ সালাউদ্দিনকে। মামলা না তোলায় মঙ্গলবার দুপুরে অশান্তি চরমে পৌঁছয়। বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতীকে সঙ্গে নিয়ে শেখ সালাউদ্দিনের বাড়িতে চড়াও হয় তার ভাই শেখ শাহাবুদ্দিন। এরপরই দু”পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

উত্তর প্রদেশ পুলিশের জালে দুর্গাপুরের ডাকবিভাগের কর্মী

দুর্গাপুর, ১৮ জুন (হি. স.): একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসা। পুলিশের পরিচয় দিয়ে প্রতারনার অভিযোগ। বিগত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে বসবাস। এমনকি ডাকবিভাগের চাকরিও করছেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি।মাখনলাল মিনা। আদপে রাজস্থানের বাসিন্দা। বিগত ৫ বছর ধরে দুর্গাপুরের নবওয়ারিয়াতে ভাড়া বাড়িতে স্ত্রী, সন্তানকে নিয়ে থাকেন। দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে ডাক বিভাগের কর্মী। মঙ্গলবার সকালে অন্যান্য দিনের মতই ডিউটি আসছিলেন। সকাল দশটা নাগাদ নববারিয়া গ্রাম থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ওঠার মুখে থেকে নববারিয়া গ্রামে ঢোকার মুখে একটি ইনোভা গাড়ি তার বাইকে এসে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। মাখনলাল মিনা রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যান। এরপরেই গাড়ি থেকে তিনজন নেমে মাখলনাল মীনাকে জোরপূর্বক ইনোভা গাড়িতে তুলে নিয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আসানসোলের দিকে রওনা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরাও আকস্মিক ওই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যায়। অপহরনের কান্ড দেখে পার্শবর্তী সিটি সেন্টার ডিএমসি মোড়ে ট্রাফিক গার্ড অফিসে খবর দেয়। তার পরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। এরপরেই দুর্গাপুর থানার পুলিশ আসানসোলের বিভিন্ন থানার পুলিশকে জানায়। খবর চাউর হতেই হইচই পড়ে যায়। শহরে অপহরনকান্ড শুনে প্রশ্নের মুখে পড়ে পুলিশও। তবে পুলিশি তৎপরতায় আসানসোল কন্যাপুরে নাকা চেকিং-এ ধরা পড়ে এই ইনোভা গাড়িটি। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল রহস্য। সাধারণ পোশাকে থাকা উত্তর প্রদেশের আগ্রা কমিশনারেট পুলিশ অফিসাররা তাদের পরিচয় দেয়। পরিচয় পেয়ে সেখানের পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই করে নেয় কমিশনারেট পুলিশ। সেখানকার পুলিশের দাবি, মাখনলাল একজন দাগি আসামী। বছর কয়েক আগে পুলিশের পরিচয় দিয়ে প্রতারনার অভিযোগ রয়েছে। ওয়ারেন্টও রয়েছে তার নামে। গত তিনদিন ধরে তাকে ধরার জন্য উত্তর প্রদেশের পুলিশ দুর্গাপুরে এসে ফাঁদ পেতেছিল। মঙ্গলবার সুযোগ বুঝে তাকে পাকড়াও করে। এদিকে ততক্ষনে দুর্গাপুর থেকে এসিপি সুবীর রায়ের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বড় টিম রওনা দেয় কন্যাপুরের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ইনোভা গাড়ি সহ মাখনলাল মিনাকে আটক করে নিয়ে আসে। প্রশ্ন, একজন দাগী আসামি কিভাবে ৫ বছর ধরে ডাক বিভাগের কাজে দিব্যি বহাল থাকল? তাও আবার সিটি সেন্টারের মত শহরের প্রাণকেন্দ্রে। এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন,' এটা অপহরনের কোনও ঘটনা নয়। প্রত্যেকেই উত্তর প্রদেশের আগ্রা কমিশনারেটের পুলিশ কর্মী। আমরা আগ্রা পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত তথ্য নিয়েছি। সেখানে ধৃত মাখনলালের বিরুদ্ধে প্রতারনার মামলা আছে। তবে গ্রেফতারির পদ্ধতিগত ভুল ছিল। এখন আইন মেনে প্রয়োজনীয় বাকি কাজ করা হবে।'

সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ ! সল্টলেকে ছেলের হাতে আক্রান্ত বৃদ্ধা মা, দাদা ও বৌদি

বিধাননগর, ১৮ জুন (হি.স.): সল্টলেকের সি এফ ব্লকের বাসিন্দা বৃদ্ধা মিনতি মুখার্জি (৮৭), বড় ছেলে দেবাশীষ মুখার্জী ও বৌমাকে নিয়ে তিন তলা বাড়িতে থাকেন। মিনতি মুখার্জির দুই ছেলে এবং এক মেয়ে, ছোট ছেলে কর্মসূত্রে দুবাই ছিল। পরবর্তীতে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়, এরপর নিউ টাউনেই থাকতে শুরু করেন। দীর্ঘদিন ধরে ছোট ছেলে শুভাশিস মুখার্জি বাড়ি এসে বৃদ্ধা মায়ের ওপর মানসিক চাপ তৈরি করত প্রতিনিয়ত, গত শনিবার নিউ টাউন বাড়ি থেকে সল্টলেকের বাড়িতে আসে বাড়ির গেট বন্ধ থাকায় ব্যাগে করে নিয়ে আসা হাতুড়ি দিয়ে বাড়ির গেট ভাঙে।

গেটের পাশেই থাকা বিদ্যুতের মিটার বক্স ভাঙতে শুরু করে, আওয়াজ পেয়ে বৃদ্ধা মা ১০০ নম্বরে ফোন করেন। আওয়াজ শুনে বড় ছেলে ও বৌমা বাধা দেয়। পুলিশের খবর দেওয়া হয়েছে, শুনে তড়িঘড়ি ছোট ছেলে শুভাশিস মুখার্জি বাড়ি থেকে বেরোনোর চেষ্টা করলে, বড় ছেলে দেবাশীষ এবং বৌমা মিলন বাড়ির সদর গেট বন্ধ করতে গেলে বড় ছেলেকে হাতুড়ি দিয়ে মারে, বৌমা গেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়, এমনটাই অভিযোগ। পরবর্তী সময়ে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর উত্তর বিধান নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

উল্লেখ্য এর আগেও একাধিকবার বৃদ্ধা মায়ের ঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়া, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, টিভি ফ্রিজ ভেঙে দিয়ে একাধিক ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় বাড়ি বিক্রির জন্য। এমনকি ছোট ছেলের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে একাধিকবার থানায় দ্বারস্থ হন মিনতি মুখার্জী (৮৭)। কিন্তু কোনও ধরনের আইনি সহায়তা পাননি বলে অভিযোগ করেন।

আয়ুষ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) প্রতাপরাও যাদব নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ২০২৪ সালের থিম 'নিজের এবং সমাজের জন্য যোগ' বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যু, বসিরহাটে নার্সিংহোম ভাঙচুর মৃতার আত্মীয়দের

বসিরহাট, ১৮ জুন (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল। নার্সিংহোমে বিক্ষোভের পাশাপাশি ভাঙচুর চালাল মৃতের পরিবারের সদস্যদের। বছর ৩২-এর মমতাজ বিবি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হন, তারপর তার প্রসব হলে সদ্যোজাত শিশু জীবিত থাকলেও মা মারা যান।এই খবর জানাজানি হতেই মৃতের আত্মীয় পরিবারের লোকজন নার্সিংহোমে এসে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বসিরহাট থানার পুলিশ। জানা যায়, ডেলিভারি হওয়ার সময় ওই প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে মৃতার আত্মীয়রা। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেয়।

চোপড়ায় বাড়ির উপর বাজ পড়ে অগ্নিকাণ্ড, মৃত্যু এক জনের

চোপড়া, ১৮ জুন (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায় গভীর রাতে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক জনের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জন। বাজ পড়ে একটি বাড়ি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

চোপড়ার আমবাড়ি লোধাবাড়িতে একটি বাড়িতে সোমবার রাতে ৬ জন ঘুমোচ্ছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, রাত ৩টে নাগাদ প্রচণ্ড শব্দে ওই বাড়ির উপর বাজ পড়ে। মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে যায় গোটা বাড়ি। স্থানীয়দের সহায়তায় বৃষ্টির মধ্যেই ওই বাড়িতে ঢুকে মোট ৬ জনকে উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চোপড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে চিকিৎসকেরা শান্ত হেমব্রম নামে বছর ৪০-এর এক ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি আহতদের চিকিৎসা চলছে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই। সকলেই আশঙ্কাজনক বলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রের খবর।

সাহা

● প্রথম পাতার পর

এরফলেই তাদেট জয় এসে ছিল। এদিন তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নিকট কংগ্রসের তরফ থেকে প্রার্থীদের অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে প্যারা মিলিটারি ফোর্স দিয়ে যেন নির্বাচন সম্পন্ন করা হয় সেই দাবি জানানো হয়েছে।

তাঁর কথায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে প্রদেশ কংগ্রেস প্রস্তুত। বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আজকের এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলে পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

স্নান করতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

বাঁকুড়া, ১৮ জুন (হি. স.): বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক যুবক। পরে জল থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার দুপুরে দামোদর নদের মেজিয়া ব্রিজের কাছে এই ঘটনা ঘটে। মেজিয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম শেখ ফায়াজ (২২)। পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ গির্জা পাড়া এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে বন্ধুদের সাথে দামোদর নদের মেজিয়া সেতুর উত্তর পাড়ের মথুরা চন্ডী ঘাটে স্নান করতে যান শেখ ফায়াজ। সেখানে কোনো ভাবে জলে তলিয়ে যান ওই যুবক। মৃতের আত্মীয় শেখ শামীম বলেন, ৬ /৭ জন বন্ধু মিলে সাইকেলে করে মেজিয়ার মথুরা চন্ডী ঘাটে দামোদরের জলে স্নান করতে আসেন তারা। কীকরে এমন ঘটনা ঘটল বন্ধুরাও সঠিক ভাবে বলতে পারছে না। এখন দামোদরে খুব বেশি জলও নেই।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেজিয়া ও রানিগঞ্জের বল্লভপুর ফাঁড়ির পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় মেজিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

নবনির্বাচিত সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা

বাঁকুড়া, ১৮ জুন (হি. স.): বাঁকুড়া থেকে নির্বাচিত সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে মঙ্গলবার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার বাঁকুড়া রবীন্দ্র ভবনে এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়, জেলাশাসক সিয়াদ এন, বাঁকুড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার, জেলা থেকে নির্বাচিত বিধায়ক—সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। নব নির্বাচিত সাংসদকে সম্বর্ধিত করে জেলাশাসক সিয়াদ এন বলেন, আগামী ৫ বছরে আপনার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়নের কাজ হয়েছে তা ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে হয়নি। আগামী দিনে তার কাজ হবে বাঁকুড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

সরকারের পরামর্শে নিশ্চিন্তপুর রেলওয়ে স্টেশন, সাবম আইসিপি ও আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন চালু করার সুবিধার্থে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ৬৭ জন পুলিশ অফিসারকে পুনর্নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভালো খেলার প্রত্যাশায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলারদের জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেওয়া। পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রতিভাবান ফুটবলার বের করে আনা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মতিনগরের একঝাঁক অনামী ফুটবলারদের নিয়ে আত্মপ্রকাশে দল গড়লো স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। ক্লাব সভাপতি সরযু চক্রবর্তী মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, আমাদের লক্ষ্য একটাই ফুটবলাররা যাতে ভালো খেলা উপহার দিতে পারে। খেলায় জয়-পরাজয় থাকবেই। তা নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই আমাদের। শুধু ভালো খেলুক এটাই চাই। এ বছরই রাজ্য ফুটবল সংস্থা থেকে অনুমোদন পেয়েছে তৃতীয় ডিভিশনে খেলার জন্য দক্ষিণ শহরতলীর ওই ক্লাবটি। আত্মপ্রকাশে যাতে চমক দিতে পারে তাই ক্লাবের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দয়েছে মেয়র দীপক মজুমদার, এইচ আর ওয়ারিয়র ফিটনেস জিমের কর্ণধার বাপি দে, মার্ক ফেডে-র ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জয় সাহা, কার্যকরী সদস্য রাজেশ বনিক, সদস্য দিলীপ দাস, মডার্ণ ক্লাবের সভাপতি সজল চক্রবর্তী প্রমুখ।

ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন ক্লাব সচিব কমল দেব, সভাপতি সরযু চক্রবর্তী সহ কর্তাদের হাতে জার্সি তুলে দেন এইচ আর ওয়ার ইয়ার ফিটনেস জিমের কর্ণধার বাপি দে এবং সংস্থার ম্যানেজিং কমিটিতে থাকা দীপ্তনু শ্যাম। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত চুটিয়ে আগরতলার বিভিন্ন লীগে ফুটবল খেলা এইচ আর ওয়ারিয়রের কর্ণধার বাপি দে জার্সি স্পন্সর করে বলেন, ২০২১ সালে জিম উদ্বোধন করার পর থেকে প্রতিনিয়তই আমরা খেলোয়ারদের পাশে থাকার চেষ্টা করে আসছি। যাতে ত্রিপুরার ক্রীড়া জগৎকে কিছুটা যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

তবে দলীয় ফুটবলারদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, ভালো খেলার পাশাপাশি শৃঙ্খলা বোধ যাতে বজায় থাকে। মাঠে একজন ভালো খেলোয়াড কখনও মাঠে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে না। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ক্লাবের ফুটবলাররা যদি ভালো খেলে দলকে ফাইনালে নিয়ে যেতে পারে তাহলে তিনি আরো সহযোগিতা করবেন। কমলা জার্সি পড়ে এবার মাঠে নামবে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। দলের কোচ ফনি সরকার ভালো খেলা নিয়ে আশাবাদী। দলীয় ফুটবলাররা হলেন: সোহেল মিঁয়া, আবু বক্কর মিঁয়া, অতনু সরকার, হোসিন সাবির, সোহেল মিঁয়া, সারিফুল ইসলাম, আবু সিদ্দিকি, মাসুম আহমেদ, লিটন ভুঁইয়ান,নজরুল ইসলাম, রোহান মিঁয়া,রবিওল হাসান, সাহাবুদ্দিন মিঁয়া, সাহিন চৌধুরি এবং আমজাদ হোসেন।

বৃষ্টি বিঘ্নিত মহিলা লীগ ফুটবল আনুষ্ঠানিক সূচনা ও ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টি সবকিছুই পন্ড করে দিয়েছে। না হয়েছে খেলা।

না হয়েছে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্ব। প্রস্তুতি চূড়ান্ত থাকলেও বৃষ্টি ভেস্তে দিয়েছে সবকিছুই। আগামীকাল বেলা দশটায় টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্ব শেষে নির্ধারিত উদ্বোধনী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বলে টিএফএ সূত্রে জানানো হয়েছে। ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী সকাল আটটায় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচটি যথারীতি আগেই অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানানো হয়েছে। মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের নির্ধারিত উদ্বোধনী ম্যাচ অর্থাৎ আজকের স্থগিত রাখা ম্যাচটি আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এবারকার বৈকুন্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী ছয়টি দল হলো আনন্দনগর প্লে সেন্টার, চলমান সংঘ, জম্পুইজলা প্লে সেন্টার, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব এবং বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার। টুর্নামেন্টের প্রথম লীগের ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী প্রতিটি ম্যাচ হবে উমাকান্ত একাডেমী মিনি স্টেডিয়ামে, সকাল আটটা থেকে। আনন্দনগর প্লে সেন্টার ও চলমান সংঘের ম্যাচ অর্থাৎ এই প্রথম ম্যাচটি আগামীকাল বেলা দশটায় অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার কবিতা দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিধানসভার সদস্যা তথা মুখ্য সচেতক শ্রীমতি কল্যাণী রায়। এছাড়া ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পেট্রন রতন সাহা, সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। যদিও সকাল আটটায় জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ২০ জুন ফুলো ঝানু বনাম বিশ্রামগঞ্জ। ২১ জুন বিরতির পর ২২ জুন চলমান সংঘ বনাম জম্পুইজলা। ২৩ জুন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম ফুলো ঝানু। ২৫ জুন জুনপুজলা বনাম বিশ্রামগঞ্জ। ২৬ জুন চলমান সংঘ বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ২৮ জুন আনন্দনগর প্লে সেন্টার বনাম ফুলো ঝানু।

২৯ জন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম বিশ্রামগঞ্জ। ২ জুলাই ফুলো ঝানু বনাম চলমান সংঘ। ৪ জুলাই আনন্দনগর বনাম বিশ্রামগঞ্জ। ৭ জুলাই চলমান সংঘ বনাম বিশ্রামগঞ্জ। ৮ জুলাই আনন্দনগর বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। পরবর্তী ম্যাচগুলোর ক্রীড়া সূচি টিএফএ থেকে যথাসময়ে জানানো হবে।

শংকরাচার্য বিদ্যায়তনের এনএসএস শিবির শুরু

আগরতলা, ১৮ জুন।। রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের বনেদী স্কুল শংকরাচার্য বিদ্যায়তনের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী শিবিরের মঙ্গলবার উদ্বোধন হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন পুর কর্পোরেটর শম্পা সরকার চৌধুরী, উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা, রাজ্য এনএসএস অফিসার প্রবাল কুমার দেব, এনএসএস নোডাল অফিসার মলয় সরকার, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক দুলাল সাহা প্রমুখ। উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র এনএসএস-এর সেবামূলক কাজে বিদ্যানিকেতনের মেয়েদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। তিনি এধরণের শিবির আয়োজন করায় স্কুল কতৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। স্বাগত ভাষণ রাখেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমি ভট্টাচার্য। সভাপতির ভাষনে এনএসএস গঠনের ইতিহাস তুলে ধরেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার দাশ। অনুষ্ঠানে গীতা স্তোত্র পাঠ সহ স্কুলের ছাত্রীরা সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরে অতিথিরা সকলে স্কুল প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে সামিল হন। সাতদিন ব্যাপী এই কর্মযজ্ঞে সাফাই অভিযান, অনাথ আশ্রমে পরিদর্শন, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা; জলবায়ু পরিবর্তন ; আইনী সচেতনতা; স্বাস্থ্য সচেতনতা; ট্রাফিক আইন; এইডসের বিষয়ে সচেতনতা মূলক সেমিনার হবে। এছাড়া পোস্টার লেখা, ক্যুইজ সহ নানা শিক্ষামূলক কর্মসূচি পালন করা হবে। শিবিরকে কেন্দ্র করে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

সিনিয়র রাজ্য প্লেট ক্রিকেটে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে জয় ফিরেছে লংতরাই ভ্যালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় ফিরলো লংতরাই ভ্যালি। প্রথম ম্যাচে আমবাসার কাছে ৬ উইকেটে হেরে পয়েন্ট খোয়ালেও দ্বিতীয় ম্যাচে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে এলটিভি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট বিভাগে বি গ্রুপের। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে লংতরাইভ্যালি একপ্রকার রোমাঞ্চকর ভাবে নয় রানের ব্যবধানে গন্ডা ছড়াকে পরাজিত করেছে। সকাল ৯ টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে গন্ডাছড়া প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। আমন্ত্রণ জানায় লংতরাইভ্যালিকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের জন্য। ৩৪.৫ ওভার খেলে লংতরাইভ্যালি সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মিঠুন বণিকের ৪৩ রান এবং আরজু দেববর্মার ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। গন্ডাছড়ার প্রলয় দাস ১৪ রানে চারটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে গন্ডাছড়ার প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা রান সংগ্রহে সফল হলেও পরবর্তী সময়ে উইকেট হারিয়ে শেষ রক্ষায় ব্যর্থ হয়। ৩৬ ওভার খেলে ১২৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তাপস চাকমা গন্ডাছড়ার পক্ষে সর্বাধিক ৩০ রান পেলেও অন্যরা তেমন সঙ্গ দিতে পারেনি। লংতরাইভ্যালির ঋত্বিক ত্রিপুরা ত্রিশ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে গন্ডা ছড়ার ব্যাটিং গতি রোধ করে এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, কাজল সূত্রধর পেয়েছে তিনটি উইকেট ২৪ রানের বিনিময়ে।

ভালো ফুটবল উপহার দেয়ার লক্ষ্যে কদমতলী যুব সংস্থার দল গড়ার উদ্যোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মূল লক্ষ্য মাঠে ভালো ফুটবল উপহার দেওয়া। সি ডিভিশন ফুটবলকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি চূড়ান্ত কদমতলী যুব সংস্থার। এই লক্ষ্যে মঙ্গলবার ক্লাবগৃহে ফুটবলারদের জার্সি স্পন্সর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। দলের প্রথম ম্যাচ আগামীকাল। প্রতি পক্ষ সবুজ সংঘ।

দলের কোচ রাজীব দেববর্মা। মোট ২২ জন ফুটবলার রয়েছে এবার কদমতলী যুব সংস্থার দলে। ১৯৭১ সালে গঠিত হওয়া এই ক্লাব এবারই প্রথম সি ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেলো।

৫৩ বছর পর ক্লাবের সবার একান্ত ইচ্ছেতেই ফুটবল ময়দানে এবার নামতে প্রস্তুত কদমতলী যুব সংস্থা।এর জন্য টি এফ একে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন ক্লাবের সভাপতি, সচিব সহ অন্যান্যরা। গত এক মাস ধরে ফুটবলারদের কোচিং চললো। এই কদমতলী যুব সংস্থা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে ও সারা বছর জড়িয়ে থাকে বলে সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরলেন উপস্থিত ক্লাবের প্রত্যেকেই। ময়দানে ভালো খেলার অঙ্গীকার করেই খেলোয়াড়রা আগামীকাল প্রথম মাঠে নামছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

ধর্মনগরকে হারিয়ে জয়ের ধারা অক্ষুণ রেখে গ্রুপ শীর্ষে বিলোনিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয় বিলোনিয়ার। তাও শক্তিশালী ধর্মনগর কে হারিয়ে। ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। প্রথম ম্যাচে গন্ডাছড়া কে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে বিলোনিয়ার ছেলেরা মনোবল বাড়িয়ে, আজ মঙ্গলবার ধর্মনগরকে ৮ উইকেটে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে সেমিফাইনালের পথে দলকে আরও একধাপ এগিয়ে রেখেছে। গ্রুপ বি-তে বিলোনিয়া আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। সাব্রুম এর ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিলোনিয়া প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ধর্মনগর তেমন ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। ২৩.১ ওভার খেলে ৭১ রানেই ইনিংস শেষ করে ফেলে। দলের পক্ষে ধানবীর সিং এর সর্বাধিক ২০ রান ছাড়া আর কেউ তেমন রান সংগ্রহে সাফল্য পায়নি। বিলোনিয়ার অর্ঘ্য ধর ২৪ রানে তিনটি ও গোবিন্দ রায় দুই রানে এবং সাগর ভৌমিক ২২ রানে দুটি করে উইকেট তুলে নেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়ার প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা নয় ওভার খেলেই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয় স্রেফ দুই উইকেট হারিয়ে।

তন্ময় দাস ১৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৩২ রান সংগ্রহ করে একাই যেন দলকে জয় এনে দেয়। এছাড়া প্রীতম দাসের ১৯ রান ও প্রাঞ্জল দেবের ১৩ রান উল্লেখ করার মতো। বোলার অর্ঘ্য ধর পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

খোয়াইকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয় তেলিয়ামুড়ার। তাও প্রতিবেশী খোয়াই কে হারিয়ে। সাত উইকেটের বড় ব্যবধানে। প্রথম ম্যাচে অমরপুর কে ১৭৪ রানে হারিয়ে তেলিয়ামুড়ার ছেলেরা মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। আজ, মঙ্গলবার খোয়াইকে ৭ উইকেটে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে সেমিফাইনালের পথে নিজেদের আরও একধাপ অগ্রসর করে নিয়েছে। শান্তির বাজারের বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তেলিয়ামুড়া প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে খোয়াই ৩০.৫ ওভার খেলে ১০২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সুজিত চন্দ্র দেব সর্বাধিক ৪৯ রান করে। অন্যদের ব্যাটিং ব্যর্থতায় দলের স্কোর কেমন আহামরি হয়নি। তেলিয়ামুড়ার দুর্লভ রায় ২২ রানে এবং পামীর দেবনাথ ২৬ রানে তিনটি করে উইকেট তুলে নেয়। অঙ্কুর দেবনাথ পেয়েছে দুটি উইকেট ১৩ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তেলিয়ামুড়া ২১.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অর্জুন দাস ২৮ রান এবং শুভম ঘোষ ২৩ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। পামীর দেবনাথ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে তেলিয়ামুড়া এখন গ্রুপ এ-এর পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

নয়ন বাহাদুরের দুরন্ত হ্যাট্রিক জয় দিয়ে সূচনা আনন্দ ভবনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচে জয়ের আনন্দটাই আলাদা। তাও ক্লাব লীগ ফুটবল বলে কথা। শুরুতেই অ্যাটাকিং চিন্তাধারা। কোচের এই কৌশলে দুর্দান্ত সাফল্যও পেয়েছে আনন্দ ভবন। নজর কেড়েছে নয়ন বাহাদুরের দুরন্ত হ্যাট্রিক। ৩-১ গোলে ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়ে দারুন জয় দিয়ে লীগ সূচনা আনন্দ ভবনের। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সি ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের এ গ্রুপের প্রথম খেলায় আনন্দ ভবন ৩-১ গোলে ইয়ুথ ক্লাব কে পরাজিত করে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। খেলার ১২ মিনিটের মাথায় নয়ন বাহাদুর মরসুমের প্রথম গোল। ১৪ মিনিট বাদে দ্বিতীয় এবং তারও ১৩ মিনিট বাদে তৃতীয় গোল করে নয়ন বাহাদুর প্রথম ম্যাচে প্রথমার্ধেই দুর্দান্ত হ্যাট্রিকের নজির গড়েছে। সতীর্থদের দারুন বোঝাপড়ায় নয়ন বাহাদুর একাই দলকে খেলার প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে লিড এনে দিয়ে জয়ের পথ প্রশস্ত করে তোলে। দ্বিতীয়ার্ধে আনন্দ ভবন কিছুটা রক্ষণাত্মক স্টাইলে খেলে। তবে ৬৫ মিনিটের মাথায় ইয়ুথ ক্লাবের পরিতোষ দেববর্মা একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ১-৩ করে। কার্যত আনন্দ ভবনের জয় রুখতে পারেনি। এদিকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু দলের চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, লিটন সাহা, সুকান্ত দত্ত ও সুশান্ত দাস। দিনের খেলা সকাল আটটা থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে পরপর চারটি ম্যাচ।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে অমরপুরকে হারিয়ে জয় দিয়ে গ্রুপ লিগ সূচনা জিরানিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে শুরু জিরানিয়ার। গ্রুপ লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্রথম জয়। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে অমরপুরকে ১১ রানে হারিয়ে জিরানিয়া জয় দিয়েই লীগ সূচনা করেছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপে এ বিভাগের। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল ন’টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে অমরপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মনোজ দাশগুপ্তের ৫৪ রান এবং প্রণবিন্দু সাহার ৩০ রান উল্লেখযোগ্য।

মনোজ ১১৭ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৪ রান সংগ্রহ করে। জিরানিয়ার সৌরভ কর ৩৩ রানে তিনটি এবং অনির্বাণ দেবনাথ ২১ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিরানিয়া ২৪.৪ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ১০০ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে ম্যাচ এগিয়ে নেওয়ার আর সুযোগ হয়নি। তবে আর টি এ আর পদ্ধতিতে জিরানিয়াকে ১১ রানে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

জিরানিয়ার পক্ষে অনীক পালের ৩৫ রান উল্লেখ করার মতো। অমরপুরের দেবোত্তম ঘোষ ২৬ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে রাজপথে রেলির আয়োজন ২০শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে ক্রীড়া প্রেমী আপামর জনসাধারণের মধ্যে এক ব্যাপক রেলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশন এবং স্টেট আয়ূষ মিশনের যৌথ উদ্যোগে এই রেলি আগামী ২০ জুন সকাল সাতটায় এগিয়ে চলো সংঘের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হবে। বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় এগিয়ে চলো সংঘের প্রাঙ্গনে এসেই শেষ হবে। ঐদিন সকাল সাতটায় মাসরেলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক রাজ্যের যুব কল্যান ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়া, অনুষ্ঠানে এবং মাসরেলিতে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ডিরেক্টর ড: সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, আয়ুষ মিশন ডিরেক্টর রাজীব দত্ত, মিশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস, পরিবার কল্যাণ ও মেডিসিন দপ্তরের ডিরেক্টর ড: অঞ্জন দাস, এগিয়ে চল সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত, ত্রিপুরা যোগাসন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দিব্যেন্দু দত্ত প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। আপামর ক্রীড়াপ্রেমী এবং শুভানুধ্যায়ী সকলকে রেলিতে অংশ নিতে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বিশ্বকাপে নতুন রেকর্ড ইংল্যান্ডের

কলকাতা, ১৮ জুন (হি. স.): বিশ্বকাপে প্রথম জয় পেল ইংল্যান্ড। ওমানকে মাত্র ৪৭ রানে অল আউট করে মাত্র ১৯ বল খেলে জয় তুলে নিয়েছে তারা।

বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্বকাপের ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে ১০১ বল হাতে রেখে ওমানের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটের বড় জয় পেল ইংল্যান্ড। আর এই জয়ে বিশ্বকাপে তারা সবচেয়ে বেশি বল হাতে রেখে ম্যাচ জয়ের নতুন রেকর্ড গড়লো।

এর আগে ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ৯০ বল হাতে রেখে জয় পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেই আসরে নেদারল্যান্ডসের দেওয়া ৪০ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৫ ওভারে জয় পেয়েছিল তারা। এদিকে চলতি বিশ্বকাপের ওমানের দেওয়া ৪৮ রান তুলে নিতে মাত্র ৩.১ ওভার খেলেছে ইংল্যান্ড।

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। অষ্টাদশ লোকসভা সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার দেশে সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও জেলা পুলিশ সুপারদের শংসাপত্র প্রদান করেছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের স্বাক্ষরিত এই শংসাপত্রগুলি আজ রাজ্য অতিথিশালায় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের সব জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও জেলা পুলিশ সুপারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব জেকে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক শ্রী অনুরাগ এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল শংসাপত্রগুলি প্রদান করেন। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে ২০ বছরের কারাদণ্ড আসাম পুলিশের জওয়ানের

কোকরাঝাড় (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : জনৈক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে আসাম পুলিশের জওয়ান ৩৫ বছর বয়সি বনজিৎ দাসকে।আজ মঙ্গলবার কোকরাঝাড়ের বিশেষ আদালতের বিচারক জয়দেব কোচ 'দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট ২০১২' (পোকসো)-এর ধারা বলে বনজিৎ দাস নামের আসাম পুলিশের জওয়ানকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। সঙ্গে দশ হাজার টাকা জরিমানাও করেছেন বিচারক। বঙাইগাঁও জেলার মানিকপুরের বাসিন্দা বনজিৎ দাস ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে ১৬ বছর বয়সি নাবালিকাকে ধর্ষণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।

নারিকেলকুঞ্জ পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ রাজ্যের আকর্ষনীয় পর্যটনকেন্দ্র নারিকেলকুঞ্জ পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল পর্যটনকেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন এবং পর্যটনকেন্দ্রটির আরও আধুনিকীকরণের জন্য আধিকারিকদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন। পর্যটনকেন্দ্রটিকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে আরও কটেজ নির্মাণ করার জন্য রাজ্যপাল পরামর্শ দেন। নারিকেলকুঞ্জে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করে স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে নির্দেশ দেন। তিনি পর্যটনকেন্দ্রে কর্মরত স্বসহায়ক দলের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সন্ধ্যায় রাজ্যপালের সম্মানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। নারিকেলকুঞ্জ যাওয়ার আগে রাজ্যপাল মন্দিরঘাটে পৌঁছালে গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। নারিকেলকুঞ্জ পৌঁছালে ধলাই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। সেখানে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ বি, ধলাই জেলার এসপি অবিনাশ রায়। নারিকেলকুঞ্জ সফরে রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এবং পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

২১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন : নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে আগরতলা জিআরপি। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বাধারঘাট রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ২১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে এক যুবককে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে বাধারঘাট রেল স্টেশনে ট্রেনে চেপে যুবক বহি:রাজ্যে গাঁজা পাচার করবেন। ওই খবরের ভিত্তিতে বাধারঘাট রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি ২১ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।সাথে তিনি যোগ করেন , প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার থেকে জানা গেছে, ওই গাঁজা পাটনা এবং দিল্লি বিক্রি করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

যান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে স্কুল ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: ভয়ঙ্কর যান দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্কুল ছাত্র এবং ছাত্রী। আস্তাবল এলাকায় বাইক, অটো এবং মারুতির সংঘর্ষ ঘটে আজ। তাতে বাইকে থাকা আসাম রাইফেলস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী এলিনা দেববর্মা গুরুতরভাবে আহত হয়। পাশাপাশি বাইক চালক তথা ছাত্র কিং দেববর্মাও গুরুতর জখম হয়। তবে এলিনার শারীরিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। তার বাড়ি লেম্বুছড়া এলাকায় বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার রাজধানীর আশরাফুল এলাকায় বাইক, অটো এবং মারুতি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এর ফলে বাইকে থাকা স্কুল ছাত্র এবং এক ছাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়। তাদের রাস্তা থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে, প্রত্যক্ষদর্শীরা জিবিপি হাসপাতালে প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, একজন স্কুল ছাত্র এবং ছাত্রীকে এদিন জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের মধ্যে মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। দুজনেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছে।

অপরদিকে মেয়ের বাবা জানিয়েছেন, তিনি টিএসআর হিসেবে কর্মরত। এলিনা দেববর্মা এদিন দুপুরে তার কাকার বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু কিভাবেই দুর্ঘটনা ঘটলো সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। এলিনার সঙ্গে থাকা ছেলেটিকেও তারা কেউ চেনেন না বলে জানিয়েছেন। তবে ওনার মেয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তিনি।

পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ নষ্ট করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৮ জুন: জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মেরে ফেলেছে স্থানীয়রা। এমনই অভিযোগ পুকুরের মালিকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা পুলিশ স্টেশনের অধীন বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ক্ষিতীশ দাসের সাথে কয়েকজন এলাকাবাসীর জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে গন্ডগোল চলছে। কয়েকবার থানা পুলিশের সান্নিধ্যে আসলেও এর কোন সুরাহা হয়নি। এখন ক্ষিতীশ বাবুকে শায়েস্তা করার জন্য নাকি কয়েকজন এলাকাবাসী ক্ষিতীশ বাবুর পুকুরে বিষ দিয়ে মাছের মৃত্যু এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনি অভিযোগ ক্ষিতীশ দাসের।

যাদের বিরুদ্ধে ক্ষিতীশ বাবু পুকুরে বিষ দেওয়ার অভিযোগ আনলেন তারা হলেন উনার এলাকার মান্টু নাথ, মহিত নাথ, রিঙ্কু নাথ, টিংকু নাথ, ভুবন নাথ এবং চিনু নাথ। প্রায় ২৫ থেকে ত্রিশ হাজার টাকার মাছ মরে ভেসে উঠেছে উনার পুকুরে। এই ঘটনা সকালে প্রত্যক্ষ করার পর ইনি বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত এর সদস্য, এলাকার বিশিষ্টজনেরা ,এমনকি জেলা পরিষদের সদস্য তথা উত্তর জেলা বিজেপি দলের সভাপতি কাজল দাসকেও এই মাছ মরে যাওয়ার ঘটনাটি জানিয়েছেন। ঘটনা নিয়ে কদমতলা পুলিশের দ্বারস্থও হয়েছেন তিনি।

ক্ষিতীশ বাবুর ধারণা হচ্ছে এই এলাকাবাসীরা এখন পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মেরেছে পরবর্তী সময় ক্ষিতীশ বাবুকে মেরে ফেলবে। কারণ এলাকায় ওনার যেসব শত্রু রয়েছে তাদের কাছ থেকে বাঁচতে কদমতলা থানা পর্যন্ত সঠিক বিচার পাচ্ছেন না। একপ্রকার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি।

জিবির পরিষেবা নিয়ে ফের ক্ষোভ রোগীর পরিজনদের, অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে চিকিৎসাধীন রোগীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন। রাত হলেই হাসপাতালের সার্জারি ডিপার্টমেন্টে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা শৌচাগারে যেতে পারছেন না। কেননা শৌচাগারে জল থাকে না। স্বাভাবিক কারণেই শৌচাগার থেকে প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। দুর্গন্ধের জেরে ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা বেহাল। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে আসা রোগীরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। এমনি অভিযোগ রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের।

প্রতিনিয়ত এ ধরনের ঘটনা ঘটে চললেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কার্যত কোন ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবির প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে নিত্যদিন এ ধরনের সমস্যা হচ্ছে। রাত নটা দশটার পর থেকে শৌচাগার গুলোতে জল থাকে না ,যার ফলে রোগীদের প্রাকৃতিক কাজ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে রোগীরা তাদের প্রাকৃতিক কাজ করছে। এখানে বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোগীদের পানের জন্য পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। যে কয়েকটি পানীয় জলের উৎস আছে তাও বিকল অবস্থায় রয়েছে। অবিলম্বে জিবি হাসপাতালের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের তরফে।

ত্রিপুরা আয়ুর্বেদিক কাউন্সিলের প্রথম রেজিস্ট্রেশন লাভ করলেন ডাঃ বিংশতি দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: ত্রিপুরা আয়ুর্বেদিক কাউন্সিলের প্রথম রেজিস্ট্রেশন আজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে প্রথম রেজিস্ট্রেশনটি লাভ করেন ডাঃ বিংশতি দে।রেজিস্ট্রার মনোরঞ্জন দেববর্মার উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য অধিকারের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) সঞ্জীব কুমার দেববর্মা প্রথম রেজিস্ট্রেশনটি হাতে তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নির্দেশে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যের তৎপরতায় ত্রিপুরা আয়ুর্বেদ কাউন্সিল গঠন ত্বরান্বিত হয়। গত ১৭ মার্চ রাজ্যে ত্রিপুরা আয়ুর্বেদ কাউন্সিল পুন:গঠিত হয়।

এই কাউন্সিল গঠনের ফলে এ রাজ্যের আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা অশেষ উপকৃত হবেন এবং তারা উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবেন। ডাঃ বিংশতি দে ২০১৭ সালে রাজ্য সরকারের কোটায় মদন মোহন মালব্য আয়ুর্বেদ কলেজ উদয়পুর, রাজস্থানে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে বি এ এম এস পাশ করে এবং ২০২২-২৩ বর্ষে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করে।

চা বাগান শ্রমিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জুন: চা বাগান শ্রমিক পরিবারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনুভ্যালী চা বাগানের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এধরনের মহতী অনুষ্ঠানের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন মহলের লোকজনেরা। এধরনের প্রয়াস চা বাগান শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের আগামী দিনেও উৎসাহ যোগাবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে মনুভ্যালী চা বাগান এলাকায় সমিতির অফিস গৃহ প্রাঙ্গণে। চা বাগানে বসবাসকারী সমস্ত আদিবাসী ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কৈলাসহরের মনুভ্যালী, মূর্তি ছড়া, তাচাই,গোলকপুর, হালাইছড়া,রাঙরুঙ, কালিশাসন, হীরাছড়া প্রভৃতি বাগান এলাকার অর্ধশতাধিক ছাত্র ছাত্রীরা সামিল হয়ে সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অফিস প্রাঙ্গণে সাপিত সমস্ত আদিবাসী বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সবাই।

এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা শ্রমিক উন্নয়ন সমিতির সভাপতি স্বদেশ উড়িয়া, সাধারণ সম্পাদক লাল মুন্ডা, ফুলো ঝানো এথলেটিক ক্লাবের সভাপতি জয়দীপ রায়, সম্পাদক প্রভাসীনি উরাঙ প্রমুখ।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস অব্যাহত, বিক্ষোভ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ত্রিপুরা জুড়ে সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। তাই দুর্বৃত্তদের শাস্তি দাবিতে পুলিশ মহা নির্দেশকের সদর কার্যালয়ের সামনে সিপি আই এম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।পশ্চিম জেলার সেক্রেটারি রতন দাসের অভিযোগ, গত ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা সিপিএম কর্মীদের উপর আক্রমণ করে চলছে। বিশেষ করে জিরানিয়া, আমতলী, শিবনগর সহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থানে সিপিএমের কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ আধিকারিকরা নিরব ভূমিকা পালন করছেন। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি।

কত্থক নৃত্যে জাতীয় বৃত্তি অর্জন নৃত্যশিল্পী সমৃদ্ধির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জুন: কত্থক নৃত্যে জাতীয় বৃত্তি অর্জন করেছে ধর্মনগরের প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী সমৃদ্ধি আচার্য্য।গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আওতায় জাতীয় বৃত্তি সি. সি. আর টি ন্যাশনাল স্কলারশিপ অর্জন করে ধর্মনগর সহ গোটা রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করল সমৃদ্ধি।

সিসিআরটি এর ২০২৩-২৪ বর্ষের স্কলারশিপ পরীক্ষায় সমৃদ্ধি এই জাতীয় বৃত্তি অর্জন করেছে। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আগরতলার ভগৎ সিং যুব আবাসে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩ই জুন ফল প্রকাশিত হয়। সেখানে সারা রাজ্যের শতাধিক পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সেরা পাঁচজনকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এই সেরা পাঁচজনের মধ্যে সমৃদ্ধি আচার্য প্রথম স্থান অধিকার করে। গোটা উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধর্মনগরের একমাত্র সমৃদ্ধি আচার্য যে কত্থক নৃত্য এই বৃত্তি অর্জন করতে পেরেছে।

সমৃদ্ধির বাবা সুমন আচার্য্য এবং মা অন্নপূর্ণা আচার্য্য,উনাদের একমাত্র কন্যা সমৃদ্ধি আচার্য্য। বর্তমানে পানিসাগরের পি.এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অষ্ঠম শ্রেণীতে পাঠরত সমৃদ্ধি, দীর্ঘ নয় বছর থেকে গুরুকুল মিউজিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন এবং পূর্ণশ্রী নৃত্যাশ্রম এর আওতাধীন জাতীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বনামধন্য নৃত্যগুরু পূর্ণশ্রী ঘোষের কাছে নৃত্য চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠার সাথে।

এই দীর্ঘ ৯ বছরের অনুশাসন শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এই সাফল্য আনতে পেরেছে সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধি আচার্য্য কলকাতা, বাংলাদেশ, আগরতলা সহ নানা জায়গায় তার নৃত্য প্রদর্শন করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ড্যানস ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার পেয়েছে ২০২৪ সালে। এছাড়া বাংলা বলয় সংস্কৃতি ২০২৩ সালে পুরস্কার পেয়েছে। তাছাড়া নজরুল রবীন্দ্র নৃত্য বিভিন্ন জায়গার প্রদশন করে নানান পুরস্কার পেয়েছে সমৃদ্ধি। কত্থক নৃত্যকে নিয়ে ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে চায় সমৃদ্ধি আচার্য। তারই সাফল্যে আত্মীয় পরিজন সহ বন্ধু-বান্ধব এবং গোটা ধর্মনগরবাসীদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে।

জিবি বাজার এলাকা পরিদর্শনে স্বপার্ষদ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: আগামীকাল বিধায়ক হিসেবে শপথ নেবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। আজ জিবি বাজার এলাকার অসমাপ্ত কাজ পরিদর্শনে গিয়েছেন মেয়র।

এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জিবি বাজার এলাকার রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য ইতিমধ্যেই রাস্তার উপরে আসা দোকানগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তারপর কাজও শুরু হয়েছে।

কিন্তু এখন ড্রেন তৈরি করার জন্য আরও কিছু দোকান ভাঙ্গার প্রয়োজন। সে ব্যাপার আজ বিস্তারিত সরজমিনে পরিদর্শন করেন তিনি। এদিন তিনি বিভিন্ন দোকানীদের সঙ্গে কথা বলে সহমতের ভিত্তিতে দোকানগুলি ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরবর্তীতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

অবিরাম বৃষ্টি, জলস্তর বাড়ছে ব্রহ্মপুত্র সহ অসমের প্রায় সব নদী উপনদী, বন্যার কবলে ১৪ জেলা

গুয়াহাটি, ১৮ জুন (হি.স.) : গত সপ্তাহখানেক থেকে অসম সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবিরাম বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ইতিমধ্যে মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মিজোরামের বিভিন্ন এলাকা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে অসমের ব্রহ্মপুত্র সহ প্রায় সব নদী, উপনদীর জলস্তর আবারও বাড়ছে।

জানা গেছে, ব্রহ্মপুত্রের পাশাপাশি কপিলি, বরাক, কাটাখাল এবং কুশিয়ারা নদীগুলি বিপদ চিহ্নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের ১৪টি জেলার ২১টি রাজস্ব সার্কলের ৩০৯টি গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। এর মধ্যে করিমগঞ্জ, তামুলপুর, বঙাইগাঁও, লখিমপুর, ওদালগুড়ি, দরং, ধেমাজি, নগাঁও, হোজাই, চিরাং, বারপেটা, বাকসা, নলবাড়ি এবং গোয়ালপাড়ার বহু গ্রামের মানুষ প্রচণ্ড ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা। করিমগঞ্জে ৯৫,৩১৫ জন বন্যার কবলে পড়ছেন। নগাঁওয়ে ৪,৯৮২, ধেমাজিতে ৩,৬২১ এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।